খ্রিস্টীয় ঐক্য অষ্টাহ : জানুয়ারি ১৮-২৫

সত্য ও জ্যোতি, খ্রিস্টীয় একতার ভিত্তি

প্রকাশনার ৮৬ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৩ ❖ ২৫ - ৩১ জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

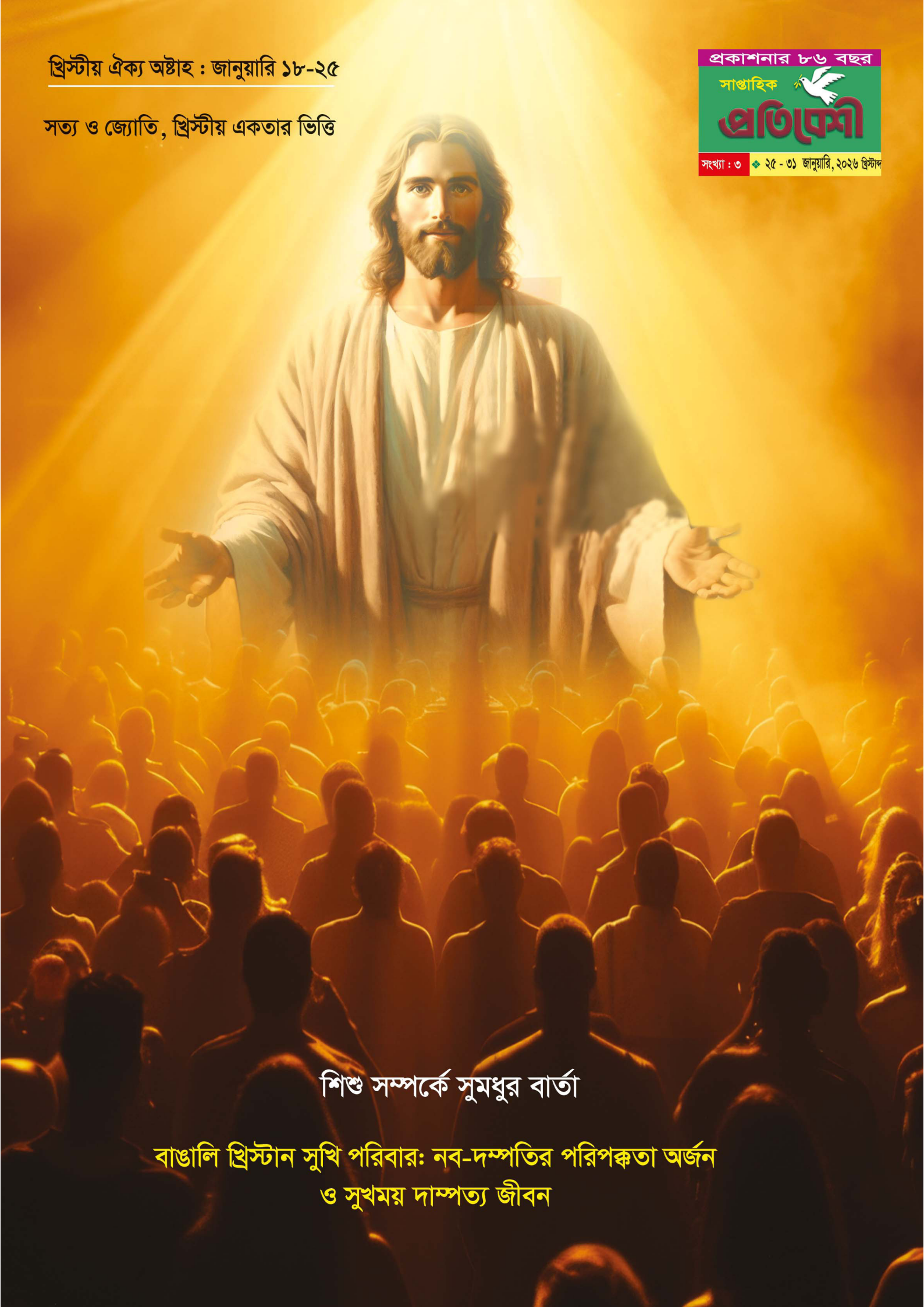

শিশু সম্পর্কে সুমধুর বার্তা

বাঙালি খ্রিস্টান সুখি পরিবার: নব-দম্পতির পরিপক্কতা অর্জন ও সুখময় দাম্পত্য জীবন

৫ম মৃত্যু বার্ষিকী

পরলোকে স্বর্গধামে প্রয়াত
ব্রাদার লিটন জেরুম রোজারিও (সিএসসি)

জন্ম: ৬ মার্চ ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২৬ জানুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

২ নভেম্বর তোমার কবরের পাশে যখন প্রার্থনা করছিলাম, পাশে থেকে একজনের মুখ থেকে ২টি বাক্য উচ্চারিত হলো এই ব্রাদার খুব অল্প বয়সে চলে গেলেন আর খুব ভাল মানুষ ছিলেন। এমনি করে অনেকে তোমাকে স্মরন করছে, আর আমরা আজও মানতে পারি না তোমার চলে যাওয়াকে। কখনও ভাবিনি তুমি আমাদের সাত ভাই বোনদের মধ্যে সবার ছোট তোমাকে আমাদের সবার আগে বিদায় জানাতে হবে। খুব যন্ত্রণা হয়তো অনেক দিন থেকে ভোগ করেছিলে কিন্তু কারো কাছে কখনও শেয়ার করোনি, কারো বিরুদ্ধে অভিযোগও করোনি কখনও। তোমার উৎসর্গকৃত জীবনে প্রার্থনায় তুমি এগিয়ে গিয়ে ছিলে, অনেক ভাইদের গঠন দিয়েছো ব্রতীয় জীবনে নিজেদের উৎসর্গ করার অনেকজনকেই আবার কাউনসিলিং করে জীবনে সঠিক পথ চলার অনুপ্রেরণা দিয়েছো অনেক অভিবাবকের কাছ থেকে এই কথাগুলো শুনি; খুব ভালো লাগে। জীবনের ভুল ভ্রান্তি ক্ষমা করে ঈশ্বর যেন তোমার ভাল কাজের পুরস্কার দান করে স্বর্গে অনন্ত রাজ্যে স্থান দেন। স্বর্গ থেকে আমাদের জন্য ঈশ্বরের আর্শীবাদ ও অনুগ্রহ দান করো যেন আমরা ঈশ্বরের পথে থেকে প্রভুর রাজ্যে তোমার সাথে মিলিত হতে পারি।

মা ও দিদি শিউলী তেরেজা রোজারিও
ও পরিবারবর্গ।

বিজ্ঞ/১৬/২০২৬

ছাপার জগতে এক অনন্য নাম **জেরী প্রিন্টিং প্রেস**

হাইডেলবার্গ সর্ক (বাই কালার)
সাইজ = ১৯X২৫.৫ ইঞ্চি

হাইডেলবার্গ সর্ক
সাইজ = ২৩X৩৬ ইঞ্চি

হাইডেলবার্গ কর্ড ৬৪
সাইজ = ১৮X২৫.২৫ ইঞ্চি

জেরী প্রিন্টি প্রেস খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। প্রথম দিকে শুধুমাত্র সাপ্তাহিক প্রতিবেশী ছাপানোর উদ্দেশেই এটি স্থাপিত হয়েছিল। বর্তমানে জেরী প্রিন্টিং প্রেসকে একটি অত্যাধুনিক ডিজিটাল ছাপাখানায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। সম্প্রতি জেরী প্রিন্টিং-এ সংযোজিত হয়েছে হাইডেলবার্গ সর্ক বাইকালার মেশিন। যা ছাপার কাজে আনবে দ্রুততা ও স্পষ্টতা। যাবতীয় মুদ্রণ কাজের জন্য ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠানটি সারা দেশে প্রশংসা কুড়িয়েছে ও হয়ে ওঠেছে নির্ভরতার প্রতীক।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের অন্যতম আয় সৃষ্টিকারী বিভাগ হচ্ছে জেরী প্রিন্টিং প্রেস। মূলত এই আয় দিয়েই কেন্দ্রের অন্যান্য বিভাগের ভর্তুকী দেয়া হয়। এ প্রতিষ্ঠানের পুরো আয়ই সরাসরি মঙ্গলবাণী প্রচারে ব্যবহার করা হয়। তাই আপনাদের ছাপা কাজ যথাসময়ে পেতে এবং মঙ্গলবাণী প্রচারে সহায়তা করতে আপনাদের প্রতিষ্ঠান, স্কুল, সংঘ-সমিতি, ধর্মপল্লীর বিভিন্ন ছাপা কাজ জেরী প্রিন্টিং-এ করবেন বলে প্রত্যাশা রাখি।

যোগাযোগের জন্য : **jerryprintingccc@gmail.com**

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৬, সংখ্যা : ০৩
২৫ জানুয়ারি - ৩১ জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ
১১ মাঘ - ১৭ মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
নব কস্তা
বিশাল এভারিশ পেরেরা
জেভিয়ার রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org
মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

খ্রিস্টমণ্ডলীর একতা: আহ্বান, অঙ্গীকার ও চর্চা

খ্রিস্টমণ্ডলীর একটি মৌলিক ও অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো একতা। এই একতা কোনো মানবিক সমঝোতার ফল নয়, বরং এর উৎস স্বয়ং পবিত্র ত্রিত্ব–পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা। পবিত্র ত্রিত্বের মধ্যে আমরা দেখি পরিপূর্ণ ঐক্য, যেখানে ব্যক্তিত্ব ও কার্যগত ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও প্রেম, উদ্দেশ্য ও স্বভাবের মধ্যে কোনো বিভাজন নেই। এই ত্রিত্বীয় একতাই খ্রিস্টমণ্ডলীর একতার আদর্শ ও প্রেরণা।

আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্ট তাঁর পার্থিব জীবনের শেষ মুহূর্তগুলিতে শিষ্যদের জন্য যে প্রার্থনা করেছিলেন, তার একটি কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল একতা "যেন তারা সবাই এক হয়"। তিনি নিজেকে দ্রাক্ষালতার সঙ্গে শাখার উপমায় তুলে ধরে স্পষ্ট করে বলেছেন, তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত না থাকলে কেউ ফলবান হতে পারে না। অর্থাৎ, খ্রিস্টের সঙ্গে একতা এবং পরস্পরের সঙ্গে একতা–এই দুই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

তবুও দুঃখজনক বাস্তবতা হলো, যিশু প্রতিষ্ঠিত মণ্ডলীতেই ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে আমরা বিভেদ, বিবাদ ও বিচ্ছেদ প্রত্যক্ষ করেছি। এর মূল কারণ খুঁজতে গেলে দেখা যায়, তা অনেকাংশেই মানবিক দুর্বলতা তথা স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, অহংকার, অন্যকে হেয় করে দেখা এবং কখনো কখনো অসত্যকে সত্যের চেয়ে বড় করে তোলা প্রভৃতি থেকে উৎসারিত। এসব প্রবণতা খ্রিস্টের দেহকে ক্ষতবিক্ষত করে এবং আমাদের সাক্ষ্যকে দুর্বল করে তোলে।

অথচ খ্রিস্টবিশ্বাসীদের একতাবদ্ধ থাকার প্রধান ও অখণ্ড কারণ হলো 'আমরা সবাই একই খ্রিস্ট দেহের অঙ্গ। এক দেহে বিভাজন মানে দুর্বলতা; আর এক দেহে ঐক্য মানে শক্তি, প্রাণবন্ততা ও ফলপ্রসূতা। তাই আমাদের প্রয়োজন নিজেদের মধ্যকার ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটানো, ক্ষমা ও পুনর্মিলনের পথে এগিয়ে যাওয়া এবং বিশ্বাসে স্থিতমূল হয়ে খ্রিস্টের একতাকে জীবনে ধারণ করা।

এই প্রেক্ষাপটেই খ্রিস্টমণ্ডলীতে প্রতি বছর ঐক্য অষ্টাহ (জানুয়ারি ১৮-২৫) পালিত হয়। এটি শুধু আনুষ্ঠানিক কোনো আয়োজন নয়; বরং এটি আত্মসমালোচনা, প্রার্থনা ও নবঅঙ্গীকারের একটি পবিত্র সময়। এই অষ্টাহ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, একতা কেবল সংরক্ষণ করার বিষয় নয়, বরং মননে, বাক্যে ও কাজে তা নিয়মিত চর্চা করার বিষয়।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই আহ্বান আরও গভীর তাৎপর্য বহন করে। বাংলাদেশের সামাজিক ও ধর্মীয় বাস্তবতায় খ্রিস্টান সম্প্রদায় একটি সংখ্যালঘু গোষ্ঠী হলেও ইতিহাস, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও মানবিক কর্মকাণ্ডে তাদের অবদান অনস্বীকার্য। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য, এই ছোট জনগোষ্ঠীর মধ্যেই বিভিন্ন মতবাদ, সম্প্রদায়কেন্দ্রিক পরিচয় ও প্রাতিষ্ঠানিক বিভাজনের কারণে একতার অভাব প্রায়ই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বর্তমান সময়ে এই বিভাজন অতিক্রম করে খ্রিস্টীয় ঐক্যের চর্চা শুধু প্রয়োজনীয়ই নয়, বরং অত্যন্ত জরুরি।

একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে আমাদের অধিকার, নিরাপত্তা ও কণ্ঠস্বর জোরালো করার জন্য ঐক্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিভক্ত কণ্ঠ দুর্বল হয়, কিন্তু ঐক্যবদ্ধ কণ্ঠ সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছেও গুরুত্ব পায়। শিক্ষা, ভূমি অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতা কিংবা সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রশ্নে একসঙ্গে কথা বলার শক্তি আমরা তখনই পাব, যখন আমরা একে অপরকে সহযাত্রী হিসেবে গ্রহণ করব।

একতা মানে একরকম হওয়া নয়। খ্রিস্টীয় ঐক্য বহুত্বের মধ্যেও সম্ভব–যেখানে বিভিন্ন মতবাদ, উপাসনা ও ঐতিহ্য একে অপরকে সম্মান করে সহাবস্থান করতে পারে। পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সংলাপ ও সহযোগিতাই পারে এই ঐক্যের ভিত্তি গড়ে তুলতে। একত্রিত প্রার্থনা, সামাজিক সেবা, যুব কার্যক্রম এবং আন্তঃমাণ্ডলিক বিভিন্ন উদ্যোগ একতার বাস্তব চর্চার পথ খুলে দিতে পারে।

এই ঐক্য অষ্টাহ উপলক্ষে আমাদের প্রত্যাশা, খ্রিস্টবিশ্বাসীরা যেন খ্রিস্টের কাছে ফিরে আসে, নিজেদের অহংকার ও বিভাজনের দেয়াল ভেঙে দেয় এবং প্রেম ও সত্যের বন্ধনে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হয়। খ্রিস্টের একতা আনতে, রাখতে ও চর্চা করতে পারলেই আমরা সত্যিকার অর্থে তাঁর দেহ হিসেবে এই দেশে আলোর ও আশার সাক্ষ্য হতে পারব। †

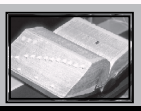

"মন পরিবর্তন কর, কেননা স্বর্গরাজ্য কাছে এসে গেছে।" *(মথি ৪:১৭)*

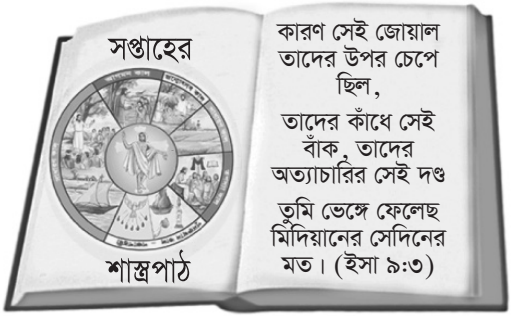

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ২৫ জানুয়ারি - ৩১ জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

২৫ জানুয়ারি, রবিবার
সাধারণকালের ৩য় রবিবার *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৩)*
ঐশবাণী রবিবার (বাইবেল দিবস)
ইসা ৮: ২৩--৯:৩, সাম ২৭: ১,৪, ১৩-১৪, ১ করি ১:১০-১৩, ১৭, মথি ৪: ১২-২৩ (৪: ১২-১৭) **খ্রীষ্টিয় ঐক্য সপ্তাহের সমাপ্তি**

২৬ জানুয়ারি, সোমবার
সাধারণকালের ৩য় সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৩)*
সাধু তিমথি ও তীত, বিশপ-এর স্মরণ দিবস
২ তিম ১:১-৮ অথবা তীত ১:১-৫, সাম ৯৬:১-৩, ৭-৮, ১০ লুক ১০:১-৯

২৭ জানুয়ারি, মঙ্গলবার
সাধারণকালের ৩য় সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৩)*
সাধ্বী আঞ্জেলা মেরিচি, কুমারী
২ সামু ৬, ১২-১৫, ১৭-১৯, সাম ২৪: ৭-১০, মার্ক ৩: ৩১-৩৫

২৮ জানুয়ারি, বুধবার
সাধারণকালের ৩য় সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৩)*
সাধু টমাস আকুইনাস, যাজক ও আচার্য, *স্মরণ দিবস*
২ সামু ৭: ৪-১৭, সাম ৮৯: ৩-৪, ২৬-২৯, মার্ক ৪: ১-২০

২৯ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার
সাধারণকালের ৩য় সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৩)*
২ সামু ৭: ১৮-১৯, ২৪-২৯, সাম ১৩২:১-৫,১১-১৪, মার্ক ৪:২১-২৫

৩০ জানুয়ারি, শুক্রবার
সাধারণকালের ৩য় সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৩)*
২ সামু ১১: ১-১০, ১৩-১৭, সাম ৫১:১-৫, ৮-৯, মার্ক ৪: ২৬-৩৪

৩১ জানুয়ারি, শনিবার
সাধারণকালের ৩য় সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৩)*
সাধু জন বস্কো, যাজক, *স্মরণ দিবস*
২ সামু ১২: ১-৭, ১০-১৭, সাম ৫১: ১০-১৫, মার্ক ৪: ৩৫-৪১

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২৫ জানুয়ারি, রবিবার
+ ১৯৯৪ ব্রা. লুসিয়ান গোপিল, সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৭ ফা. মারিয়ানো পসিনিব্বী, পিমে
+ ২০১৭ সি. মেরী ইম্মানুয়েল, এসএমআরএ
+ ২০২৪ সি. মেরী মালা, এসএমআরএ

২৬ জানুয়ারি, সোমবার
+ ১৯৯৭ মন্সিনিওর জর্জ ব্রিন, সিএসসি
+ ২০২১ ব্রা. লিটন যেরোম রোজারিও, সিএসসি (ঢাকা)

২৭ জানুয়ারি, মঙ্গলবার
+ ১৯২৮ ফা. এমিলিও পিগোনি, পিমে
+ ১৯৯৪ সি. কানন ফোরেন্স গমেজ, সিআইসি (দিনাজপুর)
+ ১৯৯৪ সি. বাসন্তী রেবেকা গমেজ, সিআইসি (দিনাজপুর)

২৮ জানুয়ারি, বুধবার
+ ১৯৫৫ সি. এম. স্কলাষ্টিকা, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০১০ সি. মেরী জেভিয়ার, এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০১৩ ব্রা. ব্রুনো দ্রি, এসএক্স (খুলনা)
+ ২০২৪ ফা. ফ্র্যাঙ্ক ডে. কুনইলিভান, সিএসসি (ঢাকা)

২৯ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার
+ ২০২৪ ফা. ইম্মানুয়েল গমেজ, টি.ও.আর.

৩০ জানুয়ারি, শুক্রবার
+ ১৯৯৮ ফা. আন্দ্রে পিকার্ড, সিএসসি

৩১ জানুয়ারি, শনিবার
+ ১৯৬৮ সি. মেরী রীতা, পিসিপিএ (ময়মনসিংহ)
+ ১৯৮৮ সি. মার্গারেট মুর্মু, সিআইসি (দিনাজপুর)

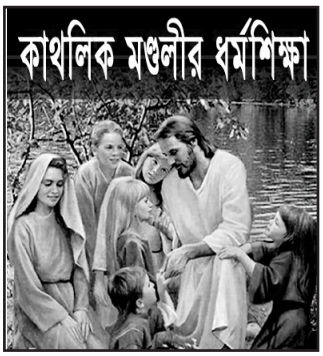

তুমি তোমার প্রভু ঈশ্বরকে ভালবাসবে

॥ খ ॥ "কেবল তাঁরই সেবা করবে"

২০৯৫ ঐশতাত্ত্বিক সদ্‌গুণ বিশ্বাস, আশা ও প্রেম নৈতিক গুণাবলীকে প্রেরণা দেয় এবং প্রাণবন্ত করে। যেমন, সৃষ্টজীব হিসেবে ঈশ্বরের প্রতি যা করা ন্যায়সঙ্গত, ভালবাসা তা করতে আমাদের অনুপ্রাণিত করে। ধর্মজাত গুণ আমাদেরকে সঠিক মনোভাব পোষণ করতে সহায়তা করে।

আরাধনা

২০৯৬ আরাধনা হচ্ছে ধর্মজাত গুণের প্রথম অনুশীলন। ঈশ্বরকে আরাধনা করার অর্থ হচ্ছে তাঁকে ঈশ্বর, সৃষ্টিকর্তা এবং ত্রাণকর্তা, যা-কিছুর অস্থিত্ব আছে সে-সবকিছুর প্রভু ও মালিক, অসীম ও ক্ষমাশীল প্রেম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া। যীশু দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তক থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন: "তোমার ঈশ্বর প্রভুকেই প্রণাম করবে, কেবল তাঁকেই উপাসনা করবে।"

২০৯৭ ঈশ্বরকে আরাধনা করার অর্থ হচ্ছে শ্রদ্ধা ও নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের মনোভাব নিয়ে ঈশ্বর ভিন্ন যার অস্তিত্বই থাকতে পারে না সেই "সৃষ্টজীবের অযোগ্যতা" স্বীকার করে নেয়া। ঈশ্বরকে আরাধনা করার অর্থ হচ্ছে তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করা এবং "প্রভুর মহিমাকীর্তন"-এ মারীয়া যেভাবে নিজেকে নম্র করেছেন তেমনি নিজেকে নমিত করা, এবং কৃতজ্ঞতা সহকারে তিনি যেসব মহৎ কাজ করেছেন এবং তাঁর নাম যে পরম পুণ্যময় তা স্বীকার করা। একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনা মানুষকে আত্মকেন্দ্রিকতা, পাপের দাসত্ব এবং জাগতিক বস্তুর পূজা করা থেকে মুক্ত করে।

প্রার্থনা

২০৯৮ প্রথম আজ্ঞা দ্বারা নির্দেশিত বিশ্বাস, আশা ও ভক্তি নিবেদন প্রার্থনায় পূর্ণতা লাভ করে। ঈশ্বরের প্রতি মনোনিবেশ হচ্ছে আমাদের ঈশ্বর-আরাধনার বাহ্যিক প্রকাশ: প্রশংসা ও ধন্যবাদ, মধ্যস্থতা ও আবেদন প্রার্থনা। প্রার্থনা হচ্ছে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনে বাধ্য হবার যোগ্যতা অর্জনের অপরিহার্য শর্ত। "(আমাদের) নিরাশ না হয়ে সর্বদাই প্রার্থনা করা উচিত।"

বলিদান

২০৯৯ আরাধনা ও কৃতজ্ঞতা, অনুনয়-বিনয় ও মিলনের চিহ্নরূপ বলিদান উৎসর্গ করা ন্যায়সঙ্গত। "ঈশ্বরের সঙ্গে পবিত্র মিলন-বন্ধনে আবদ্ধ থাকার, এবং এভাবে সিদ্ধিলাভ করার জন্য প্রতিটি কাজই প্রকৃত বলিদান"।

২১০০ বাহ্যিক বলিদান অকৃত্রিম হতে হলে তা হতে হবে আধ্যাত্মিক বলিদানেরই বহিঃপ্রকাশ: "ভগ্নপ্রাণ, এই তো পরমেশ্বরের গ্রহণযোগ্য বলি...। প্রাক্তন সন্ধির প্রবক্তাগণ প্রায়শঃ যে-বলির সমালোচনা করেছেন তা হৃদয় থেকে উৎসারিত ছিল না বা প্রতিবেশীর প্রতি ভালবাসা থেকে জাত ছিল না।" যীশু প্রবক্তা হোসেয়ার উক্তি উদ্ধৃত করে স্মরণ করেন: "আমি দয়াই চাই, বলিদান নয়"। পিতার প্রতি ভালবাসা এবং আমাদের পরিত্রাণের জন্য ক্রুশের উপরে খ্রীষ্টের সম্পূর্ণ আত্মনিবেদনই একমাত্র শ্রেষ্ঠ বলিদান। তাঁর সেই বলিদানের সঙ্গে একাত্ম হয়েই আমরা আমাদের জীবনকে ঈশ্বরের কাছে বলিদানরূপে উৎসর্গ করতে পারি।

অভিষেক বার্ষিকীতে অভিনন্দন

২৭ জানুয়ারি, দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের বিশপ সেবাষ্টিয়ান টুডু ডিডি- এর পদাভিষেক বার্ষিকী। ২০১২ খ্রিস্টাব্দের ২৭ জানুয়ারি তিনি বিশপ পদে অভিষিক্ত হয়েছেন। "খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ও "সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র সকল কর্মী, পাঠক-পাঠিকা এবং শুভানুধ্যায়ীদের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমরা তার সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সুন্দর জীবন কামনা করি।

সত্যের জ্যোতি, একতার ভিত্তি

ফাদার প্যাট্রিক গমেজ

প্রত্যেক বছরই জানুয়ারি ১৮ থেকে ২৫ পর্যন্ত খ্রিস্টীয় ঐক্যের জন্য প্রার্থনা করা হয়; আন্তমাণ্ডলিক অনেক ধরণের কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়। এই উপলক্ষে প্রতিবছরই প্রাসঙ্গিক একটি মূলসুর নিয়ে বাইবেল ভিত্তিক একটি পদ উল্লেখ করে একটি প্রার্থনা পুস্তিকা সারা কাথলিক বিশ্বে ও অন্যান্য জায়গায় পাঠানো হয়। সাধারণত ইংরেজী ভাষায় যে সংস্করণ সেটা নিয়েই বাংলাদেশ বিশপ সম্মিলনীর খ্রীষ্টিয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশন পুস্তিকাটি বাংলায় অনুবাদ করে এবারের মতো প্রতি বছরই বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশে প্রেরণ করণ করা হয়। এবারের বাইবেল পদটি হল এফেসীয় ৪:৪। ঐক্য অষ্টাহের আমেজেই এবারের প্রার্থনা অনুষ্ঠানের মূলসুরকে ঘিরে, তথা জ্যোতি, খ্রিস্টজ্যোতি, সত্যের জ্যোতি যা একতার ভিত্তি; এই অনুচিন্তা অবস্থান করে আমার ঐক্যকেন্দ্রিক সহভাগিতা।

সত্যের মানবীয় ও অতি সহজ-সরল অর্থ: সত্য যেখানে, নেই সেখানে কোন ছল-চাতুরী; নেই কোন দুই নাম্বারী। সত্য আসলেই স্বচ্ছ; নেই কোন অস্বচ্ছতা নেই কোন ভয়-ভীতি। সত্য যা, সঠিক তা; নেই কোন ভুল-ভ্রান্তি। সত্য কাউকেই বাইরে রাখেনা, শত বৈচিত্রতা, ভিন্নতা, শত এককে একসাথে নিয়েই সত্য। কথা, কাজ, আচরণ, ভিতর-বাহির যখন নিষ্কলুস, সত্য সেখানেই। আর আলো? আলো তো পরিষ্কার; সবকিছুকে দৃশ্যমান করে তুলে। আর সত্যের আলো একজন মানুষকে সত্য ও আলোকময় করে তোলে। অনেক মহামানবই আছেন যারা সত্যকে স্বীকার করে সত্যের জন্য জীবনও দিয়েছেন। তারাই তো শহীদ। তবে সত্য জ্বলন্ত। যে মানুষ সত্য, সে সত্যের আলোতেই জীবনযাপন করে। সত্য ও স্বচ্ছতা তাঁর একটি চরম মূল্যবোধ। একতায় যদি সে দৃঢ়বিশ্বাসী, তবে সেই একতার আলোতে প্রজ্বলিত হয়ে সে একতা স্থাপন করবে, তা যে কোন বাস্তবতায়। তার জন্য সত্যের জ্যোতিই একতার ভিত্তি।

আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়টিই হল সত্যের জ্যোতি যেখানে প্রজ্বলিত হয় প্রতিটি ব্যক্তির জীবনে, তখন হাজার ব্যক্তি মিলে একতাকে বাস্তবায়িত করে।

পবিত্র বাইবেল: প্রাক্তন সন্ধিতে অন্ধকারে আচ্ছন্ন পৃথিবীতে আলো নিয়ে এসেছেন: তিনি বললেন, "আলো হউক", আর হলোও তাই। দিনের আলোয় ভরে উঠে পৃথিবী। ঈশ্বর চেয়েছেন, নর নারী আলোতেই বিচরণ করবে। কিন্তু তাতো মানুষ করেনি (আদি পুস্তক ১ থেকে ৩ অধ্যায়)। নবসন্ধিতে যিশু তো নিজেই বলেছেন যে, তিনি জগতের জ্যোতি। যিশু বলেছেন যে, যে-মানুষ যিশুর আলোতে চলে, কোন দিন অন্ধকারে চলবে না; সে জীবনের দীপ্তি পাবে। যিশু আরো বলেছেন যে, সবাই যেন এক হয়। আর এক হতে গেলেই আলোর মানুষ হতে

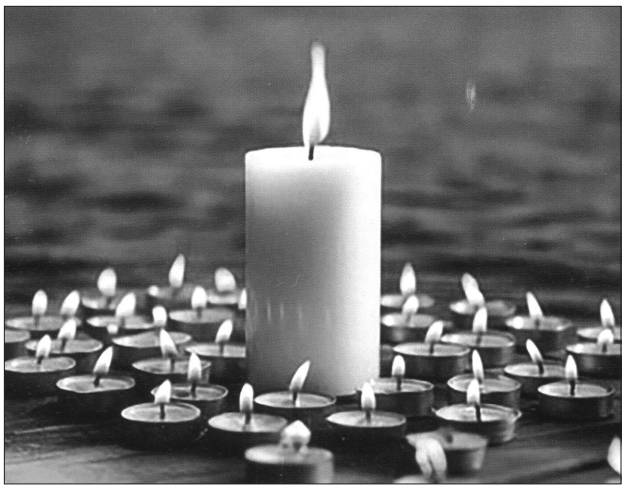

হয়। আলোর মানুষের মধ্যে থাকে সততা, সত্যতা, প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা এবং আরো মঙ্গলসমাচারের মূল্যবোধ। আর একতা হল এমন একটি মঙ্গলসমাচারীয় মূল্যবোধ। এই ঐক্য অষ্টাহে আমরা উল্লেখ করি যিশুর বাণী, "তারা যেন এক হয়।" পিতা এক, পুত্র এক, পবিত্র আত্মা এক; তিনে মিলে এক। তিনের মধ্যেই রয়েছে এককের আলো; রয়েছে আবার ত্রিত্বের আলো। বর্তমান পৃথিবীতে এক হওয়ার একটি সুবাতাস বইছে। সার্ক দেশগুলোতে একতার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রয়েছে। ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন আরো একটি আন্তর্জাতিক উদাহরণ। বাংলাদেশও একতার দৃষ্টান্ত দিচ্ছে বহুরূপে, বহু আঙ্গিকে। তবে এই একতার ভিত্তি যেন হয় সত্য, সত্যতা, ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব, সহমর্মিতা।

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস "ফ্রাতেল্লী তুত্তি" (আমরা সবাই ভাই-বোন) নামক একটি সর্বজনীন পত্র লিখেছিলেন। জোর দিয়েছেন সত্য ও বাস্তব; আর সেই আলোকে শত ভিন্নতায় ঐক্যে বসবাস। বিশেষভাবে শেষ অধ্যায়টিতে যা অনুরণিত হয়েছে, তা হল: সত্যের জ্যোতি, একতার ভিত্তি। সেখানে এসেছে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব এবং আন্তঃধর্মীয় সংলাপের মতো অনেক বাস্তবধর্মী ইস্যু।

ঐক্য অষ্টাহ, একতার অষ্টাহ। বহু যুগ আগেই শুরু হয়েছিল একজনের প্রচেষ্টায় এই খ্রিস্টীয় ঐক্যের জন্য প্রার্থনা করার সপ্তাহ। তিনি কাথলিক কেউ নন। বিশেষভাবে মণ্ডলীর বিভক্তির বিষাদময় ঐতিহাসিক সত্যই বোধ করি একতার এই তীব্র বাসনা জেগে উঠেছিল চেতনায় জাগ্রত ইতিহাসের মানুষগুলোর অন্তরে। উ! কি দারুণ ছিল এই মাণ্ডলিক ভাগাভাগি, বৈষম্য, দলাদলি। মণ্ডলীর ইতিহাস ঘাটলে এই করুণ ও বিষাদময় চিত্র আমরা পাই। তবে ধন্যবাদ পোপ ২৩ যোহনকে, ষষ্ঠ পলকে, আমরা পেয়েছে দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার ১৬টি দলিল। এর মধ্যে একটি খ্রিস্টীয় ঐক্যকে কেন্দ্র করে। ঐক্য অষ্টাহসহ আরো অনেক প্রচেষ্টাই চলে আসছে শুধু মণ্ডলীতে নয়, আরো বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও বাস্তবতায় সত্যের জ্যোতিতে ঐক্য বা একতা স্থাপন করা। বর্তমান পর্যন্ত বিভিন্ন পোপ মহোদয়গণ এই আন্দোলন চলমান রেখেছেন।

বিভিন্ন মণ্ডলী, বিভিন্ন কৃষ্টি-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য ভাষা, এগুলো নিয়ে যেন ঐক্য গঠিত হয়। প্রত্যেকটির মধ্যেই তো রয়েছে সত্য; সত্য বলেই অনুশীলন যুগ যুগ ধরে। সত্যের আলো বিকিরণ হচ্ছে। এই এক হওয়ার জন্যে প্রতি বছর জানুয়ারি ১৮ থেকে ২৫ পর্যন্ত প্রার্থনা করা হয়।

সত্যের জ্যোতি, একতার ভিত্তি: প্রত্যেক ব্যক্তির মন-অন্তর এবং বাস্তব জীবন যখন সত্য-সুন্দর স্বচ্ছ, তখনই সে অন্তরে তার মনোবাসনা জাগে ঐক্যে বসবাস করার জন্য। অন্ধকারসম হিংসা-বিদ্বেষ দলাদলি, রাগ-অহংকার, পরনিন্দা, বৈষম্যবাদ, সন্ত্রাসবাদ এমনসব সেখানে স্থান পায় না। সত্যের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয় প্রতিটি এক মানুষ। আর যখনই এমনটি হয়ে একের

অধিকজন একত্রে সমবেতভাবে আলোকিত মানুষ হিসেবে বসবাস করে, তখনই প্রকৃত আলোকিত ভ্রাতৃসমাজ গড়ে ওঠে; যার ভিত্তিই হল সত্যের আলো, যে আলোর ভিত্তি সত্য, জীবন ও পথ যিশু।

বাস্তবভিত্তিক কতকগুলো পদক্ষেপ:

(১) ব্যক্তির মন ও মনোভাব হউক সত্য ও একতার আলোয় ভরপুর। তার মনোভাব ও কাজে তা প্রকাশিত হউক।

(২) পারিবারিক জীবনে বাবা-মা সন্তানের মধ্যে প্রতিদিন সত্য ও একতা বাস্তবায়িত হউক, দৃশ্যমানভাবে।

(৩) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের মাঝে; আন্তঃধর্মীয়, আন্তঃমাণ্ডলিক শহরে, নগরে বন্দরে।

(৪) গ্রাম্য সমাজে সত্যের আলো এবং একতার ঐতিহ্যকে আবার ফিরিয়ে আনা। বৈঠকী সমাজ---)

(৫) মণ্ডলীতে: এক বৃত্তে মণ্ডলীর পরিচালক: পোপ, বিশপ, যাজক, সন্ন্যাসব্রতী, ঐশজনগণ। নেই কোন বৈষম্য।

(৬) ধর্মপ্রদেশে, ধর্মপল্লীতে সিনোডাল পদ্ধতি: বড়-ছোট নেই কোন ভেদাভেদ, পারস্পরিক সম্মান, সহযোগীতা; নেই কোন পক্ষপাতিত্ব।

(৭) একতার বৃত্তে জ্যেষ্ঠকে উপযুক্ত সম্মান, কনিষ্ঠদের ভালোবাসা, স্বীকৃতি। এটা আমাদের অনেক পুরোনো ঐতিহ্য।

(৮) নোংরা রাজনীতি-কুটনীতি আলোর বদলে নিয়ে আসে অন্ধকার, একতার বদলে দলাদলি।

সত্যের জ্যোতি যখন একতার ভিত্তি হয়, তখন কোনক্রমেই সেখানে অন্ধকার থাকতেই পারে না। তবে হ্যাঁ, এ-তো গেল নীতিকথা, ধর্মীয় শিক্ষা যা চিরন্তন। কিন্তু বাস্তবে তো আছে বহু অন্ধকার; নতুন নতুন ধরণের অন্ধকার; বিভেদ-বিচ্ছেদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, হিংসা-বিবাদ, ঝগড়া-বিবাদ; পরনিন্দা; দৃশ্যনীয় বৈষম্য; শীতল যুদ্ধ এবং আরো হাজারো ধরণের অন্ধকার। ব্যক্তি, সমাজ, দেশ ও সমগ্র পৃথিবী জুড়ে। তবে এইসময়েও আলোকিত মানুষ, সমাজ অবশ্যই আছে। আর আছে বলেই পৃথিবী টিকে আছে, থাকবে। এই ঐক্য অষ্টাহে আমাদের সবার প্রতি আহ্বান, আমরা যেন সত্যের জ্যোতিতে জীবন-যাপন করি, তা করি সত্য ও জীবন এবং প্রকৃত জীবন-জ্যোতিকে অনুসরণ করেই। এই ঐক্য অষ্টাহে আমাদের সাধনা ও প্রার্থনা, আমরা যেন, "সত্যের জ্যোতি, একতার ভিত্তি" এই নীতিকে সামনে রেখে নিজেদের বাস্তবতায় খ্রিস্টীয় ঐক্য গড়ে তুলি। পবিত্র ত্রিত্বভিত্তিক সত্যের আলোতে বসবাস করে মিলনকে বাস্তবায়ন করে তুলি। "সত্যের জ্যোতি, একতার ভিত্তি" অনুরণিত হউক প্রত্যেকের অন্তরে, জীবনে; দিনদিন, প্রতিদিন, প্রতিক্ষণে। ৯০

লেখা আহ্বান

সুপ্রিয় লেখক-পাঠক ও ছোট্টবন্ধুগণ,

'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা নিবেন। বিগত বছরে আপনাদের লেখা আমাদের কাছে পাঠানোর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। এই বছরও 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র সংখ্যায় প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, ছোটদের আসরের জন্য গল্প ও অংকিত ছবি আমাদের ঠিকানায় পাঠানোর আহ্বান করছি। লেখা কম্পোজ করে পাঠালে SutonnyMJ ফন্টে পাঠাতে হবে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা:
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার,
ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ,
E-mail : wklypratibeshi@gmail.com

– সম্পাদক, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

চট্টগ্রাম আর্চডাইয়োসিস

দিয়াংয়ের রাণী মা-মারীয়ার তীর্থোৎসব-২০২৬ খ্রিস্টবর্ষ

মরিয়ম আশ্রম, দিয়াং, কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম-৪৩৭১
মরিয়ম ধর্মপল্লী, ফাজিলখাঁরহাট

মূলভাব ঃ মারীয়া বলে উঠলেন, "আমার অন্তর গেয়ে ওঠে প্রভুর জয়গান" *(লুক ১: ৪৬ পদ)*

অনুষ্ঠান সূচী

বৃহস্পতিবার: ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টবর্ষ

বিকাল ৪:৩০ মি : খ্রিস্টযাগ মূলভাব: "আহা আমার জন্যে সর্বশক্তিমান কত মহান কাজই না করেছেন"
রাত ৮:০০ টা : পবিত্র সাক্রামেন্তের আরাধনা, নিরাময় ও পুনর্মিলন অনুষ্ঠান
মূলভাব: "ঈশরের একান্ত বাধ্য সেবিকা মা মারীয়া, সর্বদাই তাঁর পুত্রের আরাধনায়রত"
রাত ৯:৩০ মি : মা-মারীয়ার প্রতি ভক্তি অনুষ্ঠান (শোভাযাত্রা ও রোজারিমালা প্রার্থনা)
মূলভাব: "মা মারীয়ার সাথে প্রভু যিশুর জীবন, ধ্যান ও আনন্দযাত্রা"

শুক্রবার: ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টবর্ষ

মহাখ্রিস্টযাগ: সকাল ৯: ৩০ মি.
মূলভাব: "আমার অন্তর গেয়ে ওঠে প্রভুর জয়গান"

তীর্থোৎসব পরিচালনা কমিটি

বি: দ্র: খাদ্য কুপন প্রতিজন প্রতিবেলা ৪০.০০ টাকা মাত্র

বিজ্ঞ/১৮/২৬

শিশু সম্পর্কে সুমধুর বার্তা

সিস্টার মেরী তৃষিতা, এসএমআরএ

পরিবারে যারা আমাদের হৃদয় কেড়ে নেয় তারা হলো শিশু। শিশু মানেই সহজ সরল নিষ্পাপ। এই নিষ্পাপ শিশুরাই যেন পরিবার, সমাজ, ধর্মপল্লী তথা খ্রিস্টমণ্ডলীর সৌন্দর্য ও আনন্দ। শিশুদের হাসিভরা মুখ যেন দুঃখের মাঝে এক চিলতে শান্তি। যাদের সংস্পর্শে এলেই দূরীভূত হয় দেহ-মনের সব ক্লান্তি। এ শিশুরাই ভবিষ্যতের আলো এবং তরুণ-বৃদ্ধ সকলের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস। তাদের নির্দোষ দৃষ্টিভঙ্গি, সীমাহীন কল্পনা এবং সহজ'তম জিনিস গুলিতে আনন্দ খুঁজে পাওয়ার অদ্ভূত ক্ষমতা রয়েছে। তাদের কথা হৃদয়গ্রাহী, যা প্রতিদিন আমাদের চারপাশের সৌন্দর্য্যের কথা মনে করিয়ে দেয়। এই ছোট শিশুদের নিয়েই আজকের এই ক্ষুদ্র লেখনী। তাদের নিয়ে কয়েকটি সুন্দর বার্তা এখন আপনাদের সাথে সহভাগিতা করব।

১) "শিশুর মত সরল হৃদয় যারা, স্বর্গরাজ্য তাদেরই।"- যিশু খ্রিস্ট

২) "শিশু হলো পৃথিবীতে বর্তমান ঈশ্বরের সৌন্দর্য, একটি পরিবারের জন্য এটি সবচেয়ে বড় উপহার।"- মাদার তেরেজা।

৩) "শিশুদের হাসি অনেক সমস্যার সমাধান করে।"

৪) "শিশুরা বাগানের ফুলের মতো, তারা আমাদের জীবনে সুখ, আনন্দ এবং রঙ নিয়ে আসে।"

৫) "প্রতিটি শিশুই একজন শিল্পী, তাদের কল্পনা দিয়ে তারা সুন্দর কিছু তৈরি করতে পারে।"- পাবলো পিকাসো।

৬) "শিশুদের সাথে থাকার মাধ্যমে আত্মা সুস্থ হয়।"- ফিওদর দস্তয়েভস্কি

৭) "একটি শিশুর হাসি হলো সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীত।"

৮) "একটি শিশুর হাসি পৃথিবীর সমস্ত সম্পদের চেয়ে মূল্যবান।"

৯) "ছোট শিশুদের হাসির চেয়ে বেশি সংক্রামক কিছু নেই, তারা কি নিয়ে হাসছে তা বিবেচ্য নয়।"

১০) "শিশুরা যাদু দেখে কারণ তারা এটি সর্বত্র খোঁজে।" ক্রিস্টোফার মুর।

১১) "আসুন আমরা আজকের কিছু ত্যাগ করি যাতে আমাদের সন্তানদের আগামীকাল আরও ভালো হয়।"- এপি জে আব্দুল কালাম

১২) "সন্তানের জন্য পিতা-মাতার মত কোন বন্ধুত্ব নেই, ভালোবাসা নেই।"- হেনরী ওয়ার্ড বিচার

১৩) "প্রতিটি শিশুই নতুন করে পৃথিবী শুরু করে।" হেনরী ওয়ার্ডসওয়ার্থ লংফেলো।

১৪) "শিশুরা শুধুমাত্র একটি ভাষাই বোঝে, তা হলো ভালোবাসার ভাষা।"

১৫) "বৃদ্ধরা যুদ্ধ করতে পারে, কিন্তু শিশুরাই ইতিহাস তৈরি করবে।" - রেমিরিট

১৬) "শৈশবের গুরুত্ব বুঝুন এবং শিশুদের নিষ্পাপতাকে সবসময় ভালোবাসুন।"

১৭) "প্রতিটি শিশুই কোননা কোন প্রতিভা নিয়ে জন্মায়।"

১৮) "শিশুরা যেখানেই যায় উত্তেজনা থাকে, তারা যেখানে থাকে সেখানে ভালোবাসা থাকে।"- জিগ জিগ্লার।

১৯) "আপনি আপনার সন্তানকে সবচেয়ে বড় উপহার দিতে পারেন তা হলো দায়িত্বের শিকড় এবং স্বাধীনতার ডানা।"- ডেনিস ওয়েটসলি।

২০) "শিশুরা আমাদের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ।"- হার্বার্ট হুভার।

২১) "প্রতিটি শিশুই একজন বড় শিল্পী, তবে বড় হয়ে শিল্পী থাকাটা সমস্যার।"- পাবলো পিকাসো।

২২) "একটি মিষ্টি শিশু প্রকৃতির সবচেয়ে মিষ্টি জিনিস।"- চার্লস ল্যাম্ব

২৩) "যে কোন শিশুর সম্ভাব্য সম্ভাবনা গুলি সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় এবং উদ্দীপক।"- রে এল উইলবার।

২৪) "এ পৃথিবীতে জন্ম নেয়া প্রতিটি শিশুই ডানা নিয়ে আসে, কিন্তু কীভাবে উড়তে হয়, তা শিখতে তাদের সাহস লাগে।" রুমি

২৫) "শিশুরা আপনার জীবনকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে।"- এরমা বোম্বেক

২৬) "প্রত্যেক শিশু এই বার্তা নিয়ে আসে যে ঈশ্বর এখনো মানুষের প্রতি নিরুৎসাহিত হননি।"- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৭) "শিশুদের নিষ্পাপতা অনুপ্রেরণার সবচেয়ে বড় উৎস।"

২৮) "প্রাপ্তবয়স্করা পথ অনুসরণ করে। শিশুরা অন্বেষণ করে।" নিল গাইমান

২৯) "একটি শিশু হৃদয়ের যাদু, বিস্ময়, রহস্য এবং নির্দোষ তা হলো সৃজনশীলতার বীজ যা বিশ্বকে নিরাময় করে। - মাইকেল জ্যাকসন

৩০) "শিশুদের লালন-পালন করার সর্বোত্তম উপায় হলো তাদের খুশি করা।"- অস্কার

৩১) "যুগের জ্ঞান অন্বেষণ করুন, কিন্তু একটি শিশুর চোখ দিয়ে বিশ্বের দিকে তাকান।" রন ওয়াইল্ড

৩২) "শিশুরা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, আমরা সবচেয়ে কঠিন সময়েও ছোট ছোট উপহারের মূল্য দিতে পারি।"- অ্যালেন ক্লেইন

৩৩) "শিশুদের শৈশব সুরক্ষিত হলেই সমাজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব।"

৩৪) "শিশুদের নিষ্পাপতাই আমাদের শেখায় কী ভাবে জীবন যাপন করতে হয়।"

৩৫) "শিশুরা বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ এবং ভবিষ্যতের জন্য একটি সেরা আশা।"- জন এফ কেনেডি।"

৩৬) "প্রতিটি শিশু একটি ঐশরিক অ্যাপয়েন্টমেন্ট।"- ওয়েস স্টাফোর্ড

৩৭) "আমরা যদি শিশুদের স্বপ্ন লালন করি তাহলে পৃথিবী ধন্য হবে। যদি আমরা তাদের ধ্বংস করি, তাহলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে।" - ওয়েস স্ট্যাফোর্ড

৩৮) "একজন শিশু সর্বদা একজন প্রাপ্তবয়স্ককে তিনটি জিনিস শেখাতে পারে; বিনা কারণে খুশি হওয়া, সর্বদা কোন কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকা এবং কীভাবে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে সে যা চায় তা জানতে পারা।"- পাওলো কোয়েল

৩৯) শিশুদের দেখলে আমার দুটি অনুভূতি জেগে ওঠে একটি হল তাদের জন্য আদর আরেকটি হল সম্মান।

আসুন নিষ্পাপ শিশুদের ভালোবাসি ও পবিত্র বাইবেলের ভাষায় তাদের সুন্দর করে গড়ে তুলি। তাদের শিশুসুলভ সরলতা ও নম্রতা নিজ জীবনে অনুকরণ ও অনুশীলন করি। একই সাথে আরো অনেক শিশুকে এই পৃথিবীর আলো দেখাতে পিতা-মাতাকে উৎসাহিত করি এবং সবাই একসাথে সুন্দর সম্ভাবনাময় স্বর্ণালী আলোকিত পৃথিবী গড়ে তুলে সেখানে সানন্দে ও নির্ভয়ে বাস করতে পারব।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : ইন্টারনেট

বাঙালি খ্রিস্টান সুখি পরিবার: নব-দম্পতির পরিপক্কতা অর্জন ও সুখময় দাম্পত্য জীবন

আগষ্টিন ডি' ক্রুজ

ভূমিকা: প্রচলিত নিয়ম অনুসারে বাঙালি সমাজে মেয়েরা বিয়ে হয়ে ছেলের/স্বামীর বাড়িতে আসেন। মেয়েরা তাদের নিজের বাড়ির পরিবেশ সম্পর্কে যতটুকু পরিচিত এবং বাবা-মাসহ পরিবারের অন্যান্যদের যতটুকু জানেন, শ্বশুরবাড়ির পরিবেশ এবং পরিবারের সদস্যদের সম্পর্কে ততটুকু পরিচিত বা জানা শোনা থাকে না। আমাদের পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থাপনায় স্বামী-স্ত্রীর সুখি দাম্পত্য জীবন লাভ করা এবং পরিবারের সকলের মঙ্গল কামনা করা, উভয় পরিবারের প্রধান উদ্দেশ্য। অর্থাৎ নব-দম্পতিকে কেন্দ্র করে ছেলে ও মেয়ের, উভয় পরিবারই আত্মীয়তার বন্ধনে সুখে-শান্তিতে থাকবে-এটাই প্রত্যাশা। কিন্তু প্রকৃত বাস্তবতা হলো, বর্তমানে অধিকাংশ নব-দম্পতি বয়সে পরিপক্ক ও উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও, দাম্পত্য জীবনে সুখি পরিবার গঠনের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে ততটা সচেতন নন। তারা জানেন না, কীভাবে পরিবারকে ম্যানেজ করতে হয় বা এ বিষয়ে তাদের ভূমিকা ও দায়িত্ব-কর্তব্য কী হওয়া উচিত? সুতরাং, সুখি পরিবার গঠনে স্বামী-স্ত্রীর ভূমিকা ও দায়িত্ব-কর্তব্য এবং উভয় পরিবারের সার্বিক মঙ্গল কামনায় নব-দম্পতির উদ্দেশ্যেই- আমার এই লেখা।

বাঙালি খ্রিস্টান সমাজ ব্যবস্থা এবং মূল্যবোধের প্রেক্ষাপটে উপরোল্লিখিত প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদিও সমাজটি পুরুষশাসিত কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে, তবুও খ্রিস্টীয় বিবাহরীতিতে 'এক দেহ' (One Flesh) হিসেবে গণ্য করা হয়। বাইবেলের শিক্ষা অনুযায়ী, স্বামীর দায়িত্ব স্ত্রীকে ভালোবাসা (যেমন যিশু মণ্ডলীকে ভালোবেসেছেন) এবং স্ত্রীর দায়িত্ব স্বামীকে যথাযথ সম্মান করা। যেহেতু বিয়ের পর মেয়েটি তার চেনা জগত ছেড়ে সম্পূর্ণ নতুন একটি পরিবেশে (স্বামীর বাড়িতে) আসে, তাই প্রাথমিক পর্যায়ে স্বামীর ভূমিকা হয় 'সেতুবন্ধন' বা Bridge-এর মতো এবং স্ত্রীর ভূমিকা হয় একজন 'পর্যবেক্ষক' (Observer) ও 'অংশগ্রহণকারী'র (Participant) মতো। সুখী পরিবার গঠনে নব-দম্পতি হিসেবে উভয়ের ভূমিকা ও দায়িত্ব-কর্তব্য সহজ উদাহরণসহ নিচে আলোচনা করা হলো:

১. স্বামীর ভূমিকা ও দায়িত্ব (The Protector & Mediator): নতুন বউয়ের জন্য শ্বশুরবাড়ি হলো একটি অপরিচিত দ্বীপের মতো। এখানে স্বামীই তার একমাত্র পরিচিত আশ্রয়। স্বামীর প্রধান দায়িত্ব হলো, স্ত্রীর নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করা এবং নিজের পরিবারের সাথে স্ত্রীর 'মেলবন্ধন' (Connection) ঘটানো।

▪ **স্ত্রীকে সময় ও নিরাপত্তা দেওয়া:** স্ত্রী যখন বাবা-মা ও স্বজনদের ছেড়ে আসেন, তখন তিনি মানসিকভাবে কিছুটা দুর্বল থাকতে পারেন (এটা অধিকাংশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য)। এ সময় স্বামীকে তার সবচেয়ে ভালো বন্ধু হতে হয়। উদাহরণস্বরূপ বিয়ের পর প্রথম দিকে আত্মীয়-স্বজনের ভিড় বেশি থাকে। স্বামী খেয়াল রাখবেন স্ত্রী যেন ক্লান্ত না হয়ে পড়েন বা কোন কারণে বিরক্ত বা অস্বস্তিবোধ না করেন। প্রয়োজনে স্বামী তাকে বিশ্রাম নিতে বলবেন।

▪ **মধ্যস্থতাকারী হওয়া (Bridge Builder):** স্বামীর দায়িত্ব হলো, নিজের পরিবারের নিয়মকানুন, খাদ্যাভাস বা পছন্দ-অপছন্দ সম্পর্কে স্ত্রীকে আগে থেকেই ধারণা দেওয়া। যেমন শাশুড়ির যদি কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে কড়াকড়ি থাকে (যেমন, সকালে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠা ও নির্দিষ্ট সময়ে প্রার্থনা করা বা চা-নাস্তা খাওয়া), তাহলে স্বামী আগেই স্ত্রীকে তা বুঝিয়ে বলবেন--- "মা সকালে ৬:৩০ মিনিটে ঘুম থেকে ওঠেন এবং প্রার্থনায় বসেন, আমরাও চেষ্টা করব প্রার্থনায় যোগ দিতে।" এতে করে স্ত্রী অপ্রস্তুত পরিস্থিতিতে পড়বেন না।

▪ **ভারসাম্য বজায় রাখা (Balance):** বাইবেলে বলা আছে, "মানুষ পিতা-মাতাকে ত্যাগ করে স্ত্রীর সঙ্গে আসক্ত হবে।" এর অর্থ বাবা-মাকে অবহেলা করা নয়, বরং স্ত্রীকে অগ্রাধিকার দেওয়া। মা এবং স্ত্রী-দু'জনকেই তাদের প্রাপ্য সম্মান দেওয়া। উদাহরণ: মা যদি স্ত্রীর রান্নার সমালোচনা করেন, তবে স্বামী চুপ না থেকে বিনয়ের সাথে বলবেন, "মা ও তো নতুন, তোমার মতো করে রান্না করতে সময় লাগবে। তুমি বরং ওকে একটু দেখিয়ে দিও।" এতে মায়ের সম্মানও থাকে, আবার স্ত্রীর পক্ষও নেওয়া হয়।

▪ **স্ত্রীর পরিবারের প্রতি সম্মান (Respect):** স্ত্রী যেমন শ্বশুরবাড়িকে আপন করে নিবেন, স্বামীকেও তার শ্বশুরবাড়ির খোঁজ-খবর নিতে হবে এবং স্ত্রীকে তার বাবার বাড়ি যেতে উৎসাহ দিতে হবে।

২. স্ত্রীর ভূমিকা ও দায়িত্ব (The Adapter & Respectful Partner): স্ত্রীর জন্য চ্যালেঞ্জটা বেশি, কারণ তাকে নতুন পরিবেশে খাপ খাওয়াতে হয়। তবে ধৈর্য ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তিনি দ্রুতই সবার প্রিয় হয়ে উঠতে পারেন।

▪ **পর্যবেক্ষণ ও মানিয়ে নেওয়া (Observe & Adapt):** তাড়াহুড়ো করে বা এসেই সব পরিবর্তন করতে না চাওয়া। প্রথমে বাড়ির পরিবেশ, কে কী পছন্দ করেন বা করেন না তা বোঝা। যেমন শ্বশুর হয়তো সকালে মনোযোগ সহকারে পত্রিকা পড়েন বা টিভির খবর দেখেন। তাই স্ত্রীর খেয়াল রাখতে হবে যেন তাকে বিরক্ত না করে চা দিয়ে আসা। এই ছোট-খাটো বিষয়গুলো একটি পরিবারের সকলের মধ্যে সম্পর্ককে সুন্দর করে।

▪ **সম্মান ও সেবা (Honor & Service):** বাঙালি খ্রিস্টান পরিবারে জ্যেষ্ঠদের প্রতি সম্মান-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা,

একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ রীতি। শ্বশুর-শাশুড়িকে নিজের বাবা-মায়ের মতো শ্রদ্ধা করা। শাশুড়ি অসুস্থ হলে নিজের মায়ের মতোই সেবা করা। শাশুড়িকে জিজ্ঞেস করা, "মা আজকের রান্নায় আপনার পছন্দের কী করতে পারি?" এতে করে তিনি (শাশুড়ি) নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করবেন।

▪ **তুলনা না করা (Not to Compare):** "আমার বাবার বাড়িতে এমন হতো বা করতাম, এখানে কেন এমন হয়?"---এই ধরনের তুলনা ঝগড়ার সৃষ্টি করে। দুই পরিবারের সংস্কৃতি ভিন্ন হতে পারে, সেটা মেনে নেওয়াই বুদ্ধিমত্তার কাজ।

▪ **ক্ষমা ও সহনশীলতা (Forgiveness & Tolerance):** শুরুতে শ্বশুরবাড়ির কেউ কটু কথা বললে সাথে সাথে প্রতিক্রিয়া না দেখানো। দেবর বা ননদ হয়তো কোন বিষয়ে খোঁচা দিয়ে কথা বললেন, যা ভালো লাগেনি। তখন তর্কে না গিয়ে হেসে এড়িয়ে যাওয়া বা পরে শান্ত সময়ে স্বামীর সাথে তা নিয়ে আলোচনা করা।

৩. স্বামী-স্ত্রীর যৌথ দায়িত্ব (Joint responsibilities): যেহেতু এটি একটি বাঙালি খ্রিস্টান পরিবারের প্রেক্ষাপট, তাই সুখি দাম্পত্যের ভিত্তি হতে হবে 'ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস' (Faith in God)।

▪ **আধ্যাত্মিক ভিত্তি (Spiritual):**

▪ **পারিবারিক প্রার্থনা (Family Prayer):** বাঙালি খ্রিস্টান পরিবারে সন্ধাবেলার প্রার্থনা এবং রবিবারের উপাসনায় অংশগ্রহণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই এতে নিয়মিত অংশ নেবেন। এটি পরিবারে শৃঙ্খলা ও একতা বাড়ায়।

▪ **ব্যবহারিক ভিত্তি (Practical):**

▪ **যোগাযোগ (Communication):** মনের কোন কথা মনে চেপে না রাখা। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে স্বচ্ছতা থাকতে হবে। একদিকে নিজেদের মধ্যে বাধাহীন যোগাযোগ থাকা এবং অপরদিকে গোপনীয়তা না রাখা, পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ততার (Fidelity) পরিচয় বহন করে।

▪ **আর্থিক পরিকল্পনা (Financial Planning):** সংসারের খরচ এবং দুই পরিবারের জন্য উপহার বা সাহায্য-সহযোগিতা কীভাবে করা হবে, তা স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মিলেই ঠিক করবেন। গোপন কিছু করা অবিশ্বাসের জন্ম দেয়। একটি বাস্তব উদাহরণ: মনে করেন, রবিবার দিন উপাসনা শেষে বাড়ি ফেরার পর দেখলেন বাড়িতে অনেকগুলো মেহমান এসেছেন। সেক্ষেত্রে স্বামী এবং স্ত্রীর ভূমিকা কী হবে?

▪ **স্ত্রীর ভূমিকা:** তিনি বিরক্ত না হয়ে হাসিমুখে মেহমানদের আপ্যায়ন করবেন। শাশুড়ির কাজে হাত লাগাবেন। এতে অতিথিদের সামনে শ্বশুরবাড়ির সম্মান বাড়বে।

▪ **স্বামীর ভূমিকা:** স্বামী বসে থাকবেন না। তিনি স্ত্রীকে সাহায্য করবেন (যেমন, খাবার, পানি, চায়ের কাপ মেহমানদের সামনে এগিয়ে দেওয়া)। মেহমানরা চলে গেলে স্ত্রীকে বলবেন, "আজ তুমি অনেক কষ্ট করেছ, তোমাকে ধন্যবাদ।"

পুরুষশাসিত সমাজ হলেও একটি সুখি খ্রিস্টান পরিবারে 'কর্তৃত্ব' (Authority), মানে হুকুম চালানো নয়, বরং 'সেবা ও দায়িত্ব' (Servant Leadership)। সর্বদা স্বামীর লক্ষ্য হবে, স্ত্রীকে সুরক্ষা দেওয়া, যেন তিনি নতুন বাড়িতে নিজেকে 'পর' (Oneself as inferior) মনে না করেন। আর স্ত্রীর লক্ষ্য হবে, স্বামী এবং পরিবারের অন্যদের ভালোবাসা ও সম্মান দিয়ে নতুন পরিবারকে 'আপন' (Adapting husband's family) করে নেওয়া। যখন স্বামী তার স্ত্রীকে এবং স্ত্রী তার স্বামীকে প্রকৃত সম্মান দেবে, তখনই তারা সংসার জীবনের আসল পরিপক্কতা অর্জন করার সুযোগ পাবে এবং উভয় পরিবার প্রকৃতভাবে সুখে থাকবে ॥

চির বিদায়ের ৩৩ বছর

প্রয়াত সিরিল রোজারিও

জন্ম: ০৭-১১-১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু: ৩০-০১-১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ

মনে পড়ে তোমার অবিচ্ছেদ্য ভালবাসা। তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গেছ না ফেরার দেশে। পৃথিবীর সকল স্নেহ, মায়া ও বন্ধন ছিন্ন করে পিতার চরণে ঠাঁই নিয়েছো। তোমাকে আমরা ভুলিনি। তোমার সরলতা, দায়িত্বশীলতা পরিবারের প্রতি আমরা ভুলতে পারিনা।

পরিবারের সবাই প্রার্থনায় তোমাকে স্মরণ করি। আমরা বিশ্বাস করি তুমি স্বর্গেই আছো।

আমাদের সবাইকে আশীর্বাদ করো আমরা যেন তোমার শেখানো পথেই চলতে পারি। তুমি ওপারে ভালো থেকো। শান্তিতে বিশ্রাম করো। প্রার্থনা করি পরম করুণাময় ঈশ্বর যেন তোমাকে চির শান্তি দান করেন।

তোমার স্নেহধন্য
পরিবারবর্গ।
শিরিস দাস লেন, বাংলাবাজার।

বিজ্ঞ/১৭/২৬

(গত ০২ সংখ্যার পরবর্তী অংশ...)

নতুন গির্জা নির্মাণ ও পুরাতন গির্জা সংস্কার বিষয়ক নীতিমালা

ফাদার ইউজিন জে. আনজুস সিএসসি

ঘ) সাক্রিস্টি ও পোষাক পরার ঘর *(Sacris and Vestuary)*: উপাসনার যাবতীয় জিনিপত্র রাখার স্থান হিসেবেই আমরা 'সাক্রিস্টি' ঘরকে বুঝে থাকি। তবে সাক্রিস্টি শুধু জিনিসপত্র রাখার জায়গা নয়। যদিও সাক্রিস্টিতে প্রধানত উপাসনার বই, পুণ্য পাত্রগুলো *(sacred vessels)*, উপাসনার পোষাক ও উপাসনার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রাখা হয়, তথাপি এই বিশেষ স্থানটি হল উপাসনা পরিচালক ও অন্যান্য সেবাকারীদের উপাসনা-অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করার স্থান। *Vestuay* বা *vesting room* সাধারণত প্রবেশ দ্বারের সংলগ্ন স্থানে *(narthex)* থাকে, যেখান থেকে উপাসনার পোষাক পড়ে সেবকদল ও সেবাকারীগণসহ পৌরহিত্যকারী যাজক শোভাযাত্রা করে পুণ্যস্থান অভিমুখে এগিয়ে যান এবং উপাসনা-অনুষ্ঠান শেষে ফিরে এসে তাঁদের পোষাক খুলে যথাস্থানে রাখতে পারেন। সাক্রিস্টি থাকে *Apse*-এর পিছনে অথবা গির্জা-সংলগ্ন পার্শ্ববর্তী স্থানে। এ বিষয়টি *Ceremonial of Bishops* গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে :

"The cathedral church should have a vesting room, that is, a suitable place, as close as possible to the church entrance, where the bishop, concelebrants, and ministers can put on their liturgical vestments and from which the entrance procession can begin.

The sacristy, which should normally be separate from the vesting room, is a room where vestments and other liturgical materials are kept. It may also serve as the place where the celebrant and the ministers prepare for a celebration on certain occasion" (*Ceremonial of Bishops,* Artcle no. 53).

যদিও এই উদ্ধৃতিতে ক্যাথিড্রাল গির্জার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তথাপি এই বিষয়টি ধর্মপল্লী ও অন্যান্য সকল গির্জার বেলায় সমান ভাবে প্রযোজ্য। দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার পরবর্তী সময়ে পাশ্চাত্যে যে সকল গির্জা নির্মাণ করা হয়েছে সেগুলোতে তো বটেই, তা ছাড়া পুরাতন গির্জাগুলো সংস্কার করার সময়ও এই বিধি অনুসরণ করা হয়েছে। আমাদের গির্জায় *vestuary* বা *vesting room* না থাকার কারণে কোথাও উপাসনার পোষাক পড়েই যাজককে প্রবেশদ্বারের সম্মুখে আসতে হয়, অথবা সেবকগণ হাতে করে যাজকের পোষাক নিয়ে আসে, কিংবা অপর একটি টেবিল এনে তার উপর উপাসনিক পোষাক রাখার ব্যবস্থা করতে হয়। এই সবগুলো 'বিকল্প' ব্যবস্থাই উপাসনিক দিক থেকে অসুন্দর।

ঙ) ব্যাপ্টিস্ট্রি ও দীক্ষাকুণ্ড *(Baptistry and Baptismal Font):* খ্রিস্টবিশ্বাসীরূপে আমাদের নবজন্ম হয় দীক্ষাস্নানে। দীক্ষাকুণ্ডের *(Baptismal Font)* জলে অবগাহিত হয়ে আমরা আদিপাপের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পরমেশ্বরের পোষ্য সন্তানত্ব লাভ করি *(দ্র. রোমীয় ৮:১৫, গালাতীয় ৪:৪-৭)* এবং হয়ে উঠি "এক মনোনীত বংশ, এক রাজকীয় যাজক-সমাজ, এক পবিত্র জাতি, একান্তভাবে পরমেশ্বরেরই আপন জাতি" *(১ পিতর ২:৯)*। প্রভু যিশু নিকোদিমকে বলেছিলেন: "সত্যি সত্যি বলছি আপনাকে, জল থেকে ও পরম আত্মা থেকে জন্ম না নিলে কেহই ঐশ রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না" *(যোহন ৩:৫)*। গির্জার ব্যাপ্টিস্ট্রি (যেখানে দীক্ষাস্নান সংস্কার সম্পাদন করা হয়) এবং দীক্ষাকুণ্ড (যেখানে দীক্ষাজল রাখা হয়) এই দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 'প্রতীক' যা প্রতিটি ভক্তজনকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সে দীক্ষাজলে পাপমুক্ত হয়ে নবজীবন প্রাপ্ত ব্যক্তি, সে নতুন নিয়মের 'রাজকীয় যাজক-সমাজের' একজন রূপে প্রভুর গৃহে সমবেত হন আরও অনেক ভক্তজনদের সাথে, আর এভাবেই উপাসনা-অনুষ্ঠান হয়ে ওঠে 'মেষশাবকের বিবাহ-ভোজের উৎসব' *(দ্র. প্রত্যাদেশ ১৯:৯-৬, পুণ্য উপাসনা, নং ২৬)*।

অনেক ঐশতত্ত্ববিদ দীক্ষাকুণ্ডকে একই সাথে 'গর্ভ' *(womb)* এবং 'সমাধি' *(tomb)* রূপে ব্যাখ্যা করেছেন। 'গর্ভ' এজন্য, কারণ দীক্ষাকুণ্ডে অবগাহিত হয়েই আমরা ঐশসন্তানরূপে নবজন্ম লাভ করি, আর 'সমাধি', কারণ সাধু পলের শিক্ষা অনুসারে দীক্ষাস্নানে আমরা খ্রিস্টের সাথে মৃত্যু বরণ করি, সমাহিত হই এবং তাঁর সাথে নবজীবনে উত্থিত হই *(দ্র. রোমীয় ৬:৩-১১)*। খ্রিস্ট যেমন সমাধি-গুহায় শায়িত ছিলেন, কিন্তু মৃত্যুকে জয় করে পুনরুত্থিত হয়েছেন, আমরাও খ্রিস্টের সাথে দীক্ষাজলে নিমজ্জিত হয়ে পাপের দিক থেকে মৃত্যু বরণ করি, সমাহিত হই এবং তাঁরই সাথে পুনরুত্থিত নব জীবনের সহভাগী হই। গির্জার প্রবেশ-দ্বারের কাছেই (একটু ভিতরে) দীক্ষাকুণ্ড থাকার কথা, যেন গির্জায় প্রবেশ করার সময় এবং গির্জা ত্যাগ করার সময় প্রত্যেকজন খ্রিস্টভক্তের অন্তরে এই সকল ঐশতাত্ত্বিক নিগূঢ় রহস্য সম্বন্ধে চেতনা জাগ্রত করে তোলে। জেমস এফ. হোয়াইট ও সুজান হোয়াইট বিষয়টি এভাবে ব্যাখ্যা করেন :

"The New Testament discourses on baptism add further layers of meaning of the event of Christian initiation. The baptized are cleansed from sin and born anew, ….The location of baptismal space has the power to say a great deal about the role of baptism in the life of the community. It can proclaim that Christian initiation lies either at the center of Christian existence, or at its periphery. It can proclaim that Christian initiation is either private transaction between God and the individual, or a matter of profound significance to the whole Christian community" (James F. White and Susan White, *Church Architecture, Building and Renovating for Christian Worship,* Abingdon Press, 1989).

প্রবেশ সংস্কার-রূপে দীক্ষাস্নান ঈশ্বর ও দীক্ষাপ্রার্থী ব্যক্তির মধ্যে সম্পাদিত কোন 'প্রাইভেট' ক্রিয়ানুষ্ঠান নয়। এটি হল বিশ্বাসী সমাজের জন্য গভীর অর্থপূর্ণ একটি সংস্কারীয় অনুষ্ঠান যার মাধ্যমে প্রাপ্তবয়স্ক দীক্ষাপ্রার্থীগণ এবং শিশুরা নবজন্ম লাভ করে এবং বিশ্বাসী-সমাজের সভ্য-সভ্যা হয়ে ওঠে। এজন্য গির্জার আর্কিটেকচারাল ডিজাইন করার সময় *Baptistry* অর্থাৎ দীক্ষাস্নানের স্থান ও *Baptismal Font* কোথায় থাকবে তার জন্য পরিকল্পনা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ঢাকার রমনা ক্যাথিড্রাল গির্জার প্রবেশ-দ্বারের ঠিক সম্মুখে (বিপরীত দিকে) গোলাকার একটি *Baptistry* আছে, এবং তার অভ্যন্তরে শ্বেতপাথরের *Baptismal Font*-ও আছে। একসময় এই ব্যাপ্টিস্ট্রি ব্যবহারও করা হতো; পরিতাপের বিষয় এখন সেটি আর ব্যবহার করা হয়না, বরং ময়লা পরিষ্কার করার সরঞ্জাম রাখার জায়গা হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে! দীক্ষাস্নানের জন্য ব্যবহার করা না হলেও ব্যাপ্টিস্ট্রির গুরুত্ব এবং একটি পবিত্র স্থান হিসেবে এটি সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখা যেতে পারে নিশ্চয়!

ঢাকার বনানীর পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীর নতুন চ্যাপেলেও কাঠের তৈরি সুদৃশ্য একটি *(moveable)* দীক্ষাকুণ্ড রয়েছে তবে দীক্ষাস্নান ব্যতীত সকল সময়ই এটি সরিয়ে রাখা হয়। অন্তত পুনরুত্থানকালে এটি চ্যাপেলের প্রবেশদ্বার থেকে সামান্য ভিতরে আশীর্বাদিত জলসহ রাখা উচিত,

যাতে সেমিনারীয়ানগণ ভবিষ্যৎ যাজক হিসেবে এই গুরুত্বপূর্ণ উপকরণটির ব্যবহার সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করতে পারেন।

চ) বিবাহ ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য স্থান *(Space for Marriage and Funeral):* ধর্মপল্লীর গির্জাগুলো এবং ক্যাথিড্রাল গির্জায় সচরাচর বিবাহ ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। বিবাহ সংস্কার এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া *(Rite of Christian Funeral)* খ্রিস্টীয় জীবনের দুটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান-রীতি। বিবাহ সংস্কারের মধ্য দিয়ে দু'টি নবীন প্রাণ খ্রিস্টীয় জীবনের নতুন ও পরিপক্ক অধ্যায়ের সূচনা করে। তাদের এই মিলিত জীবন ঐশ আহ্বানের পূর্ণতার জন্যেই সংস্কারীয় মর্যাদা লাভ করে। তাই এই আনন্দময় এবং ঐশতাত্ত্বিকভাবে গভীর অর্থবহ এই উপাসনিক অনুষ্ঠানের জন্য উপযুক্ত স্থান থাকা প্রয়োজন। যদিও এর জন্য 'স্থায়ী' আসন বা 'স্থান' তৈরী করার প্রয়োজন পড়ে না, তথাপি যখনই এই অনুষ্ঠান সম্পাদিত হবে তার জন্য প্রয়োজনীয় 'আসবাব' *(furnishing)* থাকা এবং অর্কিটেকচারাল দিক থেকে পুণ্যস্থানের সম্মুখে অথবা পুণ্যস্থানে, যজ্ঞবেদীর সম্মুখে নিদিষ্ট স্থান নির্মাণ-পরিকল্পনায় রাখা খুবই প্রয়োজন। দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার পর উপাসনিক নবায়ন প্রচেষ্টার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সকল উপাসনিক-রীতির সংস্কার এবং এ প্রতিটি উপাসনা-অনুষ্ঠান যথাযথ মর্যাদাসহকারে উদযাপন করার জন্য গির্জাঘরের উপাসনিক স্থানসমূহেরও সংস্কার করা। এ বিষয়ে জেমস এফ. হোয়াইট ও সুজান হোয়াইট বলেন :

"The most significant of these changes for the architectural setting is the reestablishment of the marriage rite as a full service of Christian worship. As in other kinds of worship, the community gathers, prayers are offered, Scripture read, a homily preached, and Holy Communion sometimes celebrated. There is, of course, a special emphasis in the marriage service. We come into the presence of God to witness solemn public promises made by two people who are joined in marriage, to pray for God's blessing upon their life together, and to thank God for the witness of their love. The marriage of Christians then is not a fashion show or a flower show. It is not a photo or videotaping session, nor is it a showcase for singing talents of family members. It is worship of God, a thanksgiving celebration for love of God manifested in the lives of two people" (*ibid*).

খ্রিস্টীয় জীবনের জন্য বিবাহ সংস্কার সম্পাদনের জন্য যে ধরণের 'বসার ব্যবস্থা' *(seating arrangements)* রাখা উচিত, এবং তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যদি গির্জার আর্কিটেকচারাল ডিজাইন করা না হয়, তাহলে দেখা যায় বিবাহ সংস্কার সম্পাদনের পূর্বে বেঞ্চ কিংবা চেয়ার নিয়ে টানাটানি করতে হয়। কোন কোন গির্জায় *kneeler* (জানুপাত করার জন্য নিচু বেঞ্চ এবং সম্মুখে হাত রাখার স্থানসহ প্রার্থনা করার জায়গা) রাখা হয় না, যার কারণে বর-কনে এবং সাক্ষীদের ঠিক মতো বসবার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এ সকল 'সীমাবদ্ধতা' প্রকাশ করে প্রধানত দুটি বিষয় : (১) এরূপ উপাসনা অনুষ্ঠানকে যথাযথ মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে কি না, (২) গির্জা নির্মাণ করার পূর্বে এসব বিষয় বিবেচনা অথবা পরিকল্পনায় রাখা হয় কিনা।

'খ্রিস্টীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া' প্রসঙ্গেও একই বাস্তবতা লক্ষ্যণীয়। খ্রিস্টবিশ্বাস অনুসারে দীক্ষাস্নাত আমরা সকলেই লাভ করেছি শাশ্বত জীবনের নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি। প্রভু যিশু এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছেন: "যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁর ইচ্ছা এই যে, তিনি আমার হাতে যাদের তুলে দিয়েছেন, আমি যেন তাদের কাউকেই না হারাই, বরং শেষ দিনে তাদের সকলকেই যেন পুনরুত্থিত করি" *(যোহন ৬:৩৯)*। এজন্য আমরা একথাও বিশ্বাস করি :

"খ্রীষ্টেরই মধ্যে প্রথম বিকীর্ণ হয়েছিল
আমাদের আনন্দময় পুনরুত্থানের আশার আলোক,
অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর চিন্তায় যারা বিষণ্ন,
অমরত্বের প্রতিশ্রুতি যেন তাদের সান্ত্বনা দেয়" *(মৃতভক্তদের চিরকল্যাণ কামনায় ধন্যবাদস্তুতি–১)*।

এ জন্য আমাদের পরলোকগত প্রিয়জনদেরকে সম্মান ও মর্যাদা সহকারে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করি : তাঁরা সেই শেষ দিনে জীবনদাতা খ্রিস্টের সঙ্গে পুনরুত্থিত হবেন। আর তাই গির্জায় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া-অনুষ্ঠান যথাযোগ্য ভাবে সম্পাদনের জন্য, অর্থাৎ মৃতদেহ-সহ শবাধার (কফিন) রাখার স্থান ও ব্যবস্থাপনা, চলতি বছরের পাস্কাবাতি রাখার ব্যবস্থা ইত্যাদির পরিকল্পনা রাখা কোন অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। বরং যে-কোন মৃতভক্তের শেষকৃত্যানুষ্ঠান বা 'সমর্পণ ও বিদায়' *(Commendation and Farewel)* যথাযথ মর্যাদাসহকারে সম্পাদন করা যেমন আবশ্যিক, তেমনি তার জন্য গির্জার নির্মাণ পরিকল্পনায় উপযুক্ত ব্যবস্থাপনার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রাখা প্রয়োজন। তাই, জেমস এফ. হোয়াইট ও সুজান হোয়াইট বলেন :

"Christian burial has several important functions: to proclaim the power of God, to give thanks for a specific life, to support the bereaved, to commend the deceased to God, and to dispose of the body. All these must be considered as we plan space for the service of Christian funeral.

When we plan actual space for a service of Christian burial, we need to beging with the place for the coffin. Often it is directly in front of the altar-table but at a lower level. Concern must be taken that communion rails, when present, do not block this location. There should be enough space between the altar-table and the first rows of pews that the coffin and all that accompanies it will not be crowed" (James F. White and Susan White, *Church Architecture, Building and Renovating for Christian Worship,* Abingdon Press, 1989).

ছ) গানের দলের স্থান *(Space for the Choir)* : উপাসনায় পুণ্য সঙ্গীতের রয়েছে বিশেষ গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা। এ বিষয়ে রোমীয় যজ্ঞরীতির সাধারণ নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়েছে :

"The Christian faithful who gather as one to await the Lord's coming are instructed by the Apostle Paul to sing together psalms, hymns, and spiritual songs (cf. Col 3:16). Singing is the sign of the heart's joy (cf. Acts 2:46). Great importance should therefore be attached to the use of singing in the celebration of the Mass, with due consideration for the culture of the people and abilities of each liturgical assembly…every care should be taken that singing by ministers and people is not absent in celebrations that occur on Sundays and on holy days of obligation" (*GIRM,* no 39, 40).

(চলবে)

(গত ০২ সংখ্যার পরবর্তী অংশ...)

মেরীল্যান্ডে বাংলাদেশী বাঙালি খ্রিস্টানদের বাংলা সংস্কৃতির ধারা

খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন

বড়দিনে, ইস্টারে সেন্ট ক্যামিলাস গির্জায় বাঙালিদের সম্মিলন হয় ঘটা করেই। বড়দিন-ইস্টারের মীসা হয় মূল গির্জায় বা ক্যামিলা হলে। 'বিসিএ' এবং 'বাকা' বড়দিন উপলক্ষে আলাদা অনুষ্ঠান করে থাকে। সেখানে স্থানীয় শিল্পীদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। এ সময় পরিচিত বাঙালি রিয়েলেটররা, স্থানীয় বাঙালি খ্রিস্টান ব্যবসায়ীরা ও উৎসাহী ব্যক্তিরা লটারির স্পন্সর হয়ে থাকেন।

প্রতিবছর বড়দিনকে সামনে রেখে, বাংলাদেশী বাঙালি খ্রিস্টানদের বাড়ীতে যেয়ে, মাসব্যাপী কীর্তন করা এখন আগের চেয়েও অনেক বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করেছে সকলের। প্রচণ্ড শীত ও বৈরী আবহাওয়াকে উপেক্ষা করে, উৎসব-মুখর আমেজে শিশু-নারী-পুরুষ সংগঠিত হয়ে সামিল হয় কীর্তনে। এলাকার কীর্তনদলকে সাদরে আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং আপ্যায়নের ব্যবস্থাও করা হয়। কীর্তন দল বাড়ী বাড়ী যেয়ে, নেচে-গেয়ে সকলের সাথে, বড়দিনের শুভেচ্ছা বিনিময় করে। প্রতিবছর আকর্ষণীয় কলেবরে বড়দিনের সংকলন প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ খ্রিস্টান এসোসিয়েশন (বিসিএ) 'প্রত্যাশা', বাংলাদেশ আমেরিকান খ্রিস্টান অ্যাসোসিয়েশন (বাকা) 'আকাঙ্ক্ষা' এবং আঠারোগ্রাম নির্ভর সংগঠন ইছামতি, 'শুভ বড়দিন' প্রকাশ করে থাকে। এ সমস্ত সংকলনে আমেরিকাতে বসবাসরত খ্রিস্টান লেখকদের, বাংলাদেশের এবং অন্যান্য দেশের লেখক-লেখিকাদের লেখা স্থান পেয়ে থাকে। আমেরিকার এবং অন্যান্য দেশের পরিবারগুলো তাদের সচিত্র শুভেচ্ছা বাণী প্রকাশ করে থাকে। উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানগুলোর অনেকেই বাংলাদেশে বিভিন্ন দাতব্য প্রতিষ্ঠানে অর্থ পাঠিয়ে সামাজিক ও মানবিক কাজে যথেষ্ট অবদান রেখে যাচ্ছে!

মেরীল্যান্ডে বসবাসরত খ্রিস্টীয় পরিবারগুলো গ্রীষ্মকালে (সামারে) নিজেদের বাড়ির আঙিনায় সবজির বাগান নিয়ে খুবই ব্যস্ত থাকে। বলা যায়, নিজেদের চাকুরীর ব্যস্ততার মাঝেও তাঁরা সবজির উৎপাদনকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। প্রতি বছর শীতকাল চলে যাওয়ার আগেই সকলেই আগ্রহের সবজির বাগান নিয়ে পরিকল্পনা শুরু করেন। বছরের মার্চ-এপ্রিল-মে মাসে শীত থাকলেও ঘরে ঘরে 'বীজতলা' করার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। অনেকে আগ্রহ নিয়ে, একে অন্যের খোঁজখবর নেন। প্রতিবেশির বাড়ীতে যান দেখার জন্য। পরামর্শও দেন। কাচামরিচ, লাউ, মিষ্টি কুমড়া, বেগুন, বরবটি, ক্যাপসিকাম, জালি-কুমড়া, টমেটো, ঝিঙা, ঢ্যাঁড়শ, লালশাক, চিচিঙ্গা, করলা, পুঁইশাক, পাটশাক, ডাটা, পুদিনা ... কী নেই এখানে! অনেকের বাড়ীতে স্থায়ী মাচা (টাল) করা থাকে। আবার অনেকে বাঁশ সংগ্রহ করে গ্রামীণ পদ্ধতিতে মাচা তৈরি করেন। জুন-জুলাই-আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে প্রতিটি বাড়ির আঙিনা (ব্যাক-ইয়ার্ড) আকর্ষণীয় সবুজ-উদ্যানে পরিণত হয়! সে এক ভিন্নতার নান্দনিক চিত্র! সবজি উৎপাদন শুরু হলে অনেকেই অন্যদের মাঝে বিতরণ করেন। বিশেষ করে যাঁরা, এ্যাপার্টমেন্ট, টাউন-হাউজে বাস করেন, ইচ্ছা থাকলেও তাঁরা সবজির বাগান করতে পারেন না। অনেকে তাঁদের বারান্দায় বা বাইরের খোলা জায়গায় সবজির চারা রোপণ করেন। তবে তাতে আশাপ্রদ তেমন ফল পাওয়া যায় না। আবার এ্যাপার্টমেন্টের মালিকপক্ষ খোলা জায়গায় কিছু করা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে থাকেন। এ সময় কাঠবিড়ালী, খরগোশের উৎপাত বেড়ে যায়। এরা বাগানে ঢুকে শখের সবজি নষ্ট করে। বেবুন, হরিণের উৎপাতও অনেককে সহ্য করতে হয়। শক্ত বেড়া দিয়েও এদের হাত থেকে বাগানের গাছ, শাক-সবজি রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে!

এই এলাকার স্থায়ী বাংলাদেশী বাঙালি কেউ মারা গেলে, তাঁর শেষ আশ্রয় হয় মেরীল্যান্ডের 'গেইট অব হেভেন সিমেট্রি'তে। হাসপাতাল থেকে কয়েকদিনের জন্য মৃতের স্থান হয় 'ফিউনারাল হাউজ'এ। 'শেষযাত্রায়' গোসল হওয়ার আগে, কয়েকদিনের জন্য সেখানে তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়। 'ফিউনারাল হাউজ'এ মৃতের পরিবার, আত্মীয়, বন্ধু, পরিচিতদের জন্য 'ভিউ'-এর ব্যবস্থা করা হয়। নির্ধারিত দিনক্ষণে তাঁরা সেখানে যেয়ে তাঁদের প্রিয়জনকে দেখেন এবং প্রার্থনা করেন। এ সময় 'ফিউনারাল হাউজ'-এর পরিবেশ ভারী হয়ে ওঠে। তারপর পরিবারের নির্ধারিত দিনে গির্জায় মীসা বা শেষ প্রার্থনার পর 'শেষ-যাত্রা' শুরু হয় 'গেইট অব হেভেন'-এর উদ্দেশ্যে। এ দেশে একটি মৃতদেহ সমাধিস্থ করতে ১০-১২ হাজার ডলার খরচ পড়ে। উক্ত 'গেইট অব হেভেন' সমাধিস্থানে বাংলাদেশের খ্রিস্টানদের সমাধি হয়ে থাকে। অনেকে জীবিত থাকতেই, নিয়মিত কিস্তিতে গেইট অব হেভেনে নিজেদের 'স্থায়ী-ঠিকানা' কিনে রাখার ব্যবস্থা করেন। মৃত্যুর আগেই নিজের কবরটা, নিজেই নির্দিষ্ট এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে রাখেন। যেন তাঁদের মৃত্যুর পর ঝামেলামুক্ত অবস্থায় তাঁরা তাঁদের শেষ ঠিকানায় আশ্রয় নিতে পারেন!

আশির দশকে যাঁরা মেরীল্যান্ড এলাকায় এসেছেন, এবং এখানে বাঙালি সমাজ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন, তাঁদের অনেকেই পরম শান্তিতে শায়িত হয়ে আছেন এই গেইট অব হেভেনে। ডিসি মেট্রোপলিটান এলাকায় এসে যারা প্রথম 'বাঙালি-সত্তা'র বীজ রোপণ করেছিলেন, এ সময় আমাদের মাঝে বেঁচে নেই, তাঁদের প্রত্যেককে কৃতজ্ঞচিত্তে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি! তাঁদের নিরলস পরিশ্রমের ফসল আজকের 'বাংলাদেশ খ্রিস্টান এসোসিয়েশন'। মহান ঈশ্বর তাঁদের সবাইকে, স্বর্গীয় অনন্তজীবন দান করুন। একই সাথে, এই সময়ে জীবিত এখানে উপস্থিত ও অনুপস্থিত তাঁদের সবাইকেও স্মরণ করছি। তাঁদের সকলের সুস্থ এবং দীর্ঘ-জীবন কামনা করছি আমরা।

ওয়াশিংটন মেট্রো এলাকায় কেউ মারা গেলে, মৃতদেহের সৎকারের জন্য বাঙালি খ্রিস্টান কম্যুনিটির পক্ষ থেকে সম্ভাব্য আনুষঙ্গিক কাজগুলো করা হয়ে থাকে। অনেকে ফেসবুক ও অন্যান্য মাধ্যমে মৃত্যুর সংবাদ দিয়ে থাকেন। ফিউনেরাল হোমে মৃতকে দেখার সময় জানিয়ে দেন তাঁরা। মৃতের পরিবারকে সান্ত্বনা প্রদান এবং প্রার্থনার ব্যবস্থা করে থাকেন। এ ব্যাপারে 'কুমারী মারীয়ার সেনাসংঘ' এবং 'প্রার্থনার দল' এগিয়ে যায়। মানুষটির মৃত্যুর ৩য় দিনে, 'নিরামিষ' খাওয়া এবং ৪০ দিনে 'চল্লিশা' অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে প্রার্থনা করা হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে এই এলাকার বাঙালি খ্রিস্টানরা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই এগিয়ে আসেন।

মেরীল্যান্ড-সিলভার স্প্রিং এলাকার সেন্ট ক্যামিলাস গির্জাকে কেন্দ্র করে, বৃহত্তর বাংলাদেশী বাঙালি খ্রিস্টান সমাজ গড়ে উঠেছে। আশির দশকে এখানে যাঁরা সযত্নে বীজ রোপণ করেছিলেন, তা অঙ্কুরোদ্গম হয়ে আজ বৃহৎ মহীরুহে রূপ নিয়েছে। 'বাংলাদেশ খ্রিস্টান এসোসিয়েশন' (বিসিএ)-এর তিরিশ বছরের বর্ষপূর্তি তারই বাস্তব প্রমাণ। অদুর ভবিষ্যতে ওয়াশিংটন মেট্রো এলাকায় বাংলাদেশী বাঙালি খ্রিস্টানদের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে, তাতে সন্দেহ নেই। বলা যায়, স্বাভাবিক গতিতেই এখানে বাঙালি কৃষ্টি-সংস্কৃতির ব্যাপক প্রসার ঘটবে! আমাদের সামনে সেই দিন আসছে, এ দেশে আমেরিকান হয়েও আমাদের প্রজন্ম তাদের রক্তের ধারায় অগ্রজদের সঞ্চালিত 'বাঙালি-ধারাকে' একেবারেই ভুলে যাবে না! তারা কৃতজ্ঞ চিত্তেই পূর্বপুরুষের বাঙালিয়ানাকে বুকে ধারণ ও লালন করে এগিয়ে যাবে সামনের দিকে। এই দেশের মাটিতেই তাঁরা আমাদের 'আলোকিত প্রজন্ম' হয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে! আজকের দিনে, তাদের সকলের কাছে এই আমাদের সকলের দৃঢ় প্রত্যাশা!

আমার দেখা বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী প্রয়াত মাইকেল বটলেরু

ব্রাদার আলবার্ট রত্ন সিএসসি

প্রয়াত জার্ম্যান বটলেরু ও প্রয়াত রোজলিন কস্তা'র পরিবারের আদরের বড় ছেলে, আমাদের সকলের অতিপরিচিত ও শ্রদ্ধেয় সদ্যপ্রয়াত মাইকেল বটলেরু ১১ জানুয়ারি, ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে 'ঢাকার সাভারস্থ সেন্ট যোসেফ ধর্মপল্লীর' অধীন কমলাপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পরিবারের ১৩ জন ভাই বোনের মধ্যে তারা ছিলেন ৭ ভাই ও ৬ বোন। প্রয়াত জার্ম্যান বটলেরু ও প্রয়াত রোজলিন, দু'জনই ছিলেন ধর্মানুরাগী, সম্মানিত, সেবাকর্মী, সবার পরিচিত ও গ্রামের মেম্বার। পিতা-মাতার আদর-স্নেহ, আদর্শ, প্রেরণা, শিক্ষা-দীক্ষা ও পরিবারের ভালোবাসার মধ্য দিয়ে ১৩ জন সন্তানদের সু-শিক্ষায়, আর্দশ মানুষরূপে গড়ে তুলেছেন। তারই প্রতিচ্ছবি দেখেছি, প্রয়াত মাইকেল বটলেরু জীবন ও কর্মে। ঈশ্বরের কাজে ও মানব সেবায় তিনি ছিলেন একজন নিবেদিত ও উৎসর্গকৃত ব্যক্তি। খ্রিস্টান সমাজের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রয়াত মাইকেল বটলেরু স্ত্রী প্রয়াত আগ্নেস ডি' কস্তা বিগত ১০/০৯/২০১৯ খ্রিস্টাব্দে স্বর্গবাসী হন। তিনিও একজন সু-শিক্ষিত, পরিচিত, ধার্মিকা ও ভালো মনের মা ছিলেন।

বিগত ৩৭ বছর পূর্বে, ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে প্রয়াত ফাদার পরিমল পেরেরা সিএসসি মধ্য দিয়ে অরিয়েন্টাল, বরিশালে প্রয়াত মাইকেল বটলেরুর সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয়। তিনি ছিলেন প্রয়াত ফাদার পরিমল পেরেরা সিএসসির একজন ঘনিষ্ট বন্ধু। প্রয়াত ফাদার পরিমল সিএসসি ছিলেন 'পালকীয় সেবাকেন্দ্র ও ধ্যানাশ্রমের পরিচালক' ও উদয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটির সভাপতি। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজের জন্য প্রয়াত বটলেরু মহোদয় প্রায়ই বরিশালে যেতেন। প্রথম দেখা থেকেই আজও পর্যন্ত তিনি আমার দাদা হিসেবে পরিচিত। আমি যখন 'সেন্ট নিকোলাস হাই স্কুল' নাগরী, গাজীপুর থেকে বদলি হয়ে হলিক্রশ নব্যাশ্রমের সহকারী পরিচালক ও উদয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে যোগাদান করি, তিনি তখন আমার নিয়োগ, এমপিওভূক্ত হওয়ার জন্য সাহায্য সহযোগিতা করেন। বিগত ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা ও যোগাযোগ ছিল, বিশেষ করে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য তিনি আমার পাশে ছিলেন এবং পরামর্শ দিতেন। তিনি কর্মজীবনের প্রথমে অধরচন্দ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। তিনি সরকারি হসপিটালেও কাজ করেছেন দীর্ঘসময়। এবং একই সাথে তিনি বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর শিক্ষাক্ষেত্রে, বিশেষ করে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের "সুপারিনটেনন্ড অফ কাথলিক স্কুল" হিসেবে সেবাকাজে নিবেদিত ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ মণ্ডলীর বিভিন্ন

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সর্বদা পরামর্শদাতা হিসেবে সেবা করেছেন। এছাড়াও বিভিন্ন সমাজসেবা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও সদস্য হিসেবে অনেক অবদান রেখেছেন। তিনি ২০২০ খ্রিস্টাব্দে প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিস এর নিকট থেকে বিশেষ 'সম্মাননা' পদক গ্রহণ করেন। এটি ছিল তাঁর কর্মজীবনের সবচেয়ে বড় স্বীকৃতি ও সম্মাননা। আমি তাঁর সাথে দীর্ঘ দিন কাজ করেছি ও তাঁকে যে ভাবে দেখেছি এবং অভিজ্ঞতা করেছি, তাই লিপিবদ্ধ করতে চেষ্টা করছি।

সাধারণ ও সার্বজনীন মানুষ: শিক্ষাবিদ প্রয়াত মাইকেল বটলেরু ছিলেন একজন অতি সাধারণ, সরল, নম্র-ভদ্র, অমায়িক, হাসি-খুসি ও জ্ঞানী মানুষ। তাঁর মুখে সবসময় হাসি লেগেই থাকত। তাঁর এই সরলতার জন্য সকল শ্রেণির মানুষের সাথে মিশতে ও কাজ করতে পারতেন খুব সহজে। তিনি কখনই নিজেকে নিয়ে অহংকার করতেন না। তিনি যেখানে যেতেন, সেখানেই নিজেকে সহজ ও সাধারণ মানুষ হিসেবে উপস্থাপন করতেন এবং সবার সাথে বন্ধুসুলভ ব্যবহার করতেন। তিনি সবার জন্য, অর্থাৎ জাতি, ধর্ম, বর্ণ সকলের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করেছেন। তিনি শুধু নিজের কথা নয়, বরং সকলের মঙ্গলের কথা বিবেচনা করতেন। তিনি সকলের সাথে এক হয়ে কাজ করতে পছন্দ করতেন। তিনি কাউকে বাদ না দিয়ে সবাইকে সাথে নিয়ে পথ চলতে ও কাজ করতে পছন্দ করতেন।

শিক্ষা বিষয়ে বাস্তবমুখী জ্ঞান: প্রয়াত মাইকেল বটলেরু কখনই কোন বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান ছিলেন না, কিন্তু তাঁর শিক্ষা বিষয়ক গভীর জ্ঞান ছিল। তিনি নিয়মিত বিভিন্ন বই পড়তেন ও সমসাময়িক শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন নিয়ম-কানুন বা ধারণাকে সবসময় আপডেট রাখতেন। বাংলাদেশে কাথলিক মণ্ডলী দ্বারা পরিচালিত বিদ্যালয়গুলোর কোন প্রকার সমস্যা দেখা দিলে তিনি সর্বদা সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকতেন। তাঁকে কোন বিষয় নিয়ে ফোন করা হলে, তিনি সাথে সাথে উত্তর দিয়ে পরামর্শ প্রদান করতেন। আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য তিনি একজন নিবেদিত ও উপকারী বন্ধু ছিলেন। এবং তাঁর কাছে সকল প্রকার সমস্যার সমাধান বা সঠিক নির্দেশনা পাওয়া যেত অতিসহজে।

১. শিক্ষা বিষয়ক কারেন্ট ডকুমেন্ট সংগ্রহ করতেন: স্বনামধন্য প্রয়াত মাইকেল বটলেরুর হাতে শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রজ্ঞাপনসহ শিক্ষাবিষয়ক কাগজ আসতো এবং তিনি সেগুলো যত্নের সাথে সংরক্ষণ করতেন। আমার একটি ঘটনার কথা আজ খুবই মনে পড়ে, সেই ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে, শিক্ষকদের বাড়ি ভাড়া সংক্রান্ত সরকারি প্রজ্ঞাপন বা নির্দেশনা জানার জন্য মোবাইলে ফোন করি ও জানতে চাই তাঁর কাছে কোন ডকুমেন্ট আছে কী না। তিনি আমাকে একজন সরকারি শিক্ষা কর্মকর্তার মোবাইল নম্বর দিয়ে ফোন করতে বললেন। আমি ঐ কর্মকর্তার সাথে মোবাইলে কথা বলি এবং ঢাকার আগারগাঁও গিয়ে সরকারি প্রজ্ঞাপনটি সংগ্রহ করি। এতেই প্রমাণ হয় যে, তিনি কতটা যত্নশীল ও আপডেট ছিলেন বিভিন্ন শিক্ষা বিষয়ক ডকুমেন্ট সংগ্রহ করার জন্য।

২. সমস্যা সমাধানে দক্ষ্য ছিলেন: প্রয়াত মাইকেল বটলেরু দাদা যথেষ্ট পড়াশোনা করতেন ও শিক্ষা সংক্রান্ত ধারণা তাঁর প্রচুর ছিলো। তিনি কোন সমস্যা সমাধানের জন্য গভীরভাবে চিন্তা করতেন, নীরবে ধ্যান করতেন ও পড়াশোনা করতেন। তাঁর মনোবল ছিল যথেষ্ট শক্ত। তিনি সবসময় অধিকার নিয়ে কথা বলতেন, যেন সমস্যার সমাধান করতেই পারবেন বা তিনি জানেন কোথায় এর সমাধান রয়েছে। কারণ বিভিন্ন শিক্ষা কর্মকর্তাদের সাথে তাঁর ব্যক্তিগত গভীর সম্পর্ক ছিল। কাজের প্রতি তাঁর আন্তরিকতা, ইচ্ছা ও মনোযোগ অনেক গভীর ছিলো। তিনি আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে এবং সমাধানের পথ খুঁজে বের করতে চেষ্টা করতেন। তিনি আমাদের জন্য ছিলেন একজন প্রেরণার মানুষ। আজও তাঁকে আমরা ভুলতে পারি না।

৩. শিক্ষা কর্মকর্তাদের সাথে ভালো সম্পর্ক: প্রয়াত মাইকেল বটলেরুর একটি বিশেষ গুণ ছিলো যে, তিনি বিভিন্ন শিক্ষা কর্মকর্তাদের সাথে সু-সম্পর্ক রাখতেন। তিনি বিশেষ করে জানতে যে, কার সাহায্য পেলে সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে। তিনি দীর্ঘদিন শিক্ষার নিয়ে কাজ করেছেন বলে উপজেলা থেকে শুরু করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় পর্যন্ত অনেক কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ রাখতেন ও তাঁদের সহায়তা নিয়ে বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করতেন। আমরা যারা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাজ করি, আমাদের ডাকে বিদ্যালয়ের প্রয়োজনে তিনি সাড়া দিতেন ও তাঁর পরিচিত ব্যক্তিদের কাছে নিয়ে গিয়ে সমাধানের উপায় খুঁজে পেতে সাহায্য করতেন। আমি একবার শিক্ষা ভবনে গিয়ে দেখি, মাইকেল বটলেরু দাদা, একজন প্রধান শিক্ষক, ফাদারকে নিয়ে একজন শিক্ষা কর্মকর্তার অফিসে বসে আছেন। এভাবে তিনি বিভিন্ন কর্মকর্তাদের সাথে সু-সর্ম্পক রাখতেন ও তাদের যথাযথ সম্মান করতেন। কারণ তিনি জানতে যে, কিভাবে ভালো সম্পর্ক রেখে কাজ উদ্ধার করা যায়। তিনি সুন্দর যুক্তি দিয়ে কর্মকর্তাদের বুঝাতে পারতেন ও কাজে করে আসতে পারতেন।

৪. মানুষদের সাথে সম্পর্ক: প্রয়াত মাইকেল বটলেরু একজন মানবতার মানুষ ছিলেন। আমি তাঁর চেয়ে বয়সে অনেক ছোট হলেও তিনি সবসময় আমাকে একজন ব্রাদার হিসেবে সম্মান করতেন ও ভালোবাসতেন। আমি তাঁকে দাদা বলে ডেকেছি, তিনিও আমাকে ছোট ভাইয়ের মতন স্নেহ করতেন। তিনি জানতেন যে, কিভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে ও যুক্তি দিয়ে কথা বলতে হয়। তিনি সকলের সাথে সু-সম্পর্ক রেখে কাজ করতে বেশী পছন্দ করতেন। আমাদের কাথলিক মণ্ডলীর বয়স্ক বিশপ, ফাদার ও ব্রাদারদের সাথে তার এক গভীর ও আন্তরিকতার সম্পর্ক ছিলো। তিনি একদিকে যেমন সকলকে সম্মান করতেন, অন্যদিকে উচিৎ বা সত্য কথা বলতে কখনো ভয় পেতেন না, তিনি ছিলেন একজন সৎ, আদর্শ ও নীতিবান মানুষ। তিনি যেমন ভালো, পবিত্র ও সৎভাবে জীবনযাপন করতেন, তেমনি অন্যদের ও একই ভাবে জীবনযাপন করতে সাহায্য করতেন।

৫. বিশ্বস্ত সেবাকর্মী: প্রয়াত মাইকেল বটলেরু একজন বিশ্বস্ত সেবাকর্মী হিসেবে তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশে, ঢাকার সুপারিনডেট অফ কাথলিক স্কুলে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। এছাড়াও তিনি কাথলিক শিক্ষা বোর্ড, বিভিন্ন স্কুল পরিচালনা কমিটির সদস্য ও পরামর্শদাতা হিসেবে দক্ষতার সাথে কাজ করেছেন। তিনি যেন ছিলেন 'একজন প্রতিষ্ঠান প্রধান', এভাবে নিজে দায়িত্ব নিয়ে বিশ্বস্তভাবে কাজ করেছেন। তাঁর সাথে আমার দীর্ঘ কর্মজীবনে বিরূপভাব বা অবহেলার মনোভাব কখনই দেখিনি। তিনি ছিলেন যেন "ঈশ্বর প্রেরিত একজন সেবক", যিনি সর্বদা সেবার হাত বাড়িয়ে দিতে এগিয়ে আসতেন সবার জন্য।

৬. মণ্ডলীর নিবেদিত সেবক: শিক্ষাগুরু মাইকেল বটলেরু মণ্ডলীর একজন নিবেদিত সেবক। তাঁর কর্ম জীবনের দীর্ঘ সময় মণ্ডলীর সেবা কাজে নিয়োজিত ছিলেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষা ও কর্মচারীদের নিয়োগ, কমিটির অনুমোদন, এমপিওভূক্তকরণসহ নানা প্রকার সমস্যার সময়ে তিনি নিজে বিদ্যালয়ে গিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ ও পরামর্শ প্রদান করেছেন। তিনি দিন রাত প্রচুর পরিশ্রম করেছেন, এমনকি নিজের হাতে ড্রাপ করেছেন, প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের বিভিন্ন শিক্ষা অফিসে নিয়ে গিয়েছেন নানা প্রকার কাজের জন্য। এভাবে নিঃস্বার্থ সেবা দিয়ে বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীতে শিক্ষার আলো বিস্তার করেছেন।

৭. সু-বক্তা ও সমস্যা সমাধানকারী: প্রয়াত মাইকেল বটলেরু ছিলেন একজন ভালো বক্তা। তিনি সাজিয়ে গুছিয়ে যে কোন বিষয়ের উপর বক্তব্য ও ব্যাখ্যা দিতে পারতেন। মানুষ তাঁর বক্তব্য শুনতে পছন্দ করতেন। সেই জন্য তাঁকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ দেওয়া হতো। তিনি ধর্মীয়, সামাজিকতায় ও শিক্ষা বিষয়ক অনুষ্ঠানে খুশি মনে যেতেন। সমাজের বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সমাধানে জন্য তিনি ছিলেন একজন উপযুক্ত ব্যক্তি। তাঁর নিজ এলাকায় খ্রিস্টানদের জমিজমা যেন বিধর্মী মানুষের কাছে বিক্রয় না করার জন্য পরামর্শ ও প্রেরণ দিয়েছেন বহুদিন ধরে।

৮. শিক্ষা অনুরাগী: তিনি ছিলেন একজন শিক্ষা অনুরাগী মানুষ। তিনি নিয়মিত পড়াশুনা করে জ্ঞান অর্জন করতেন। অনেক বই দিয়ে তাঁর নিজ ঘরে পছন্দের একটি লাইব্রেরী গড়ে তুলেছেন। সেখান থেকে তিনি বই পড়তেন ও বিভিন্ন গরীব স্কুলের লাইব্রেরীর জন্য বই পাঠাতেন। শিক্ষা সংক্রান্ত বই ক্রয় করা, বিভিন্ন প্রজ্ঞাপন বা শিক্ষা বিষয়ক নিয়ম নীতি লাইব্রেরীতে সংগ্রহ করাটা ছিল তাঁর একটি পেশা ও নেশা, যা দিয়ে তিনি আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন না কোন ভাবে সাহায্য সহযোগিতা করতেন। একজন প্রধান শিক্ষক তাঁর বিষয়ে বলেছেন যে, "প্রয়াত মাইকেল বটলেরু ছিলেন একটি ডিক্সোনারি", যার মধ্যে সব কিছু খুঁজে পাওয়া যায় সহজে। তাঁর কাছ থেকে আমার যা পেয়েছি তা ব্যাখ্যা করা খুব কঠিন। তাঁকে হারিয়ে আমরা আজ অনেক কিছু হারিয়েছি, যা কোনভাবেই ফিরে পাওয়া অসম্ভব।

৯. পরোপকারী মানুষ: প্রয়াত মাইকেল বটলেরু ছিলেন পরোপকারী একজন খাঁটি মনের মানুষ। তিনি নিজের চেয়ে অন্যদের কথা বেশি চিন্তা করতেন। তিনি মানুষের মন জয় করে কাজ করতে পারতেন। তিনি মানুষকে ভালোবাসতেন ও সম্মান করতেন। তিনি নিজের কথা চিন্তা না করে অন্যদের উপকার বা মঙ্গলের কথা সর্বদা ভাবতেন। তিনি ১৫ বছর বারাকা-এর পরিচালনা কমিটির সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তিনি নিজে এলাকার মানুষের কল্যাণের জন্য বহু পরিশ্রম করেছেন একই সাথে আমাদের বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণির শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের কথা চিন্তা করে সর্বদা পরিশ্রম করে গিয়েছেন। এক কথায় বলা যায় যে, তিনি মানুষের সেবা ও মঙ্গলের জন্যই নিজ জীবন উৎসর্গ করেছেন। তারই পুরস্কার ঈশ্বরের কাছ থেকে পেয়েছেন। তিনি ২০২০ খ্রিস্টাব্দে মহামান্য প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিস কর্তৃক বিশেষ সম্মাননা পেয়েছেন, যা আমাদের গর্বের।

যাকে হারিয়েছি, তাঁকে ফিরে পাব না কখনো। কিন্তু তিনি আজীবন আমাদের মাঝে অমর হয়ে থাকবেন, যদি তাঁর কর্ম, জীবনাদর্শ, অনুভূতি ও স্মৃতিকে ধরে রাখি ও তাঁর দেখানো পথ অনুসরণ করে এবং তাঁরই ন্যায় সৎ, পবিত্র ও ভালো মানুষ হওয়ার মধ্য দিয়ে। আসুন, আমরা সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষ আমাদের প্রিয়জন "প্রয়াত মাইকেল বটলেরু" জন্য প্রার্থনা করি তিনি যেন ঈশ্বর কাছে স্থান লাভ করতে পারেন ও আমাদের জন্য প্রার্থনা ও আশীর্বাদ করেন। আমরা তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: প্রয়াত মাইকেল বটলেরু পরিবারের সদস্যবৃন্দ, মি. পল রোজারিও ও মি. জ্যাকসন দে, সাভার, দিলীপ ভিনসেন্ট গমেজ।

মনোযোগ

ক্ষুদীরাম দাস

মনোবিজ্ঞানী মেসার এর মতে, 'কোনো কিছুর উপর সর্বাধিক চেতনা কেন্দ্রীভূত করার নামই মনোযোগ'। মনোযোগের আরো কিছু প্রতিশব্দ হলো মনোনিবেশ, প্রণিধান, অভিনিবেশ; একাগ্রতা। আমাদের মনোযোগ চরিত্রেরই একটি অংশ। মনোযোগের মাধ্যমে আমাদের অনেক কিছু নির্ভর করে। আমাদের প্রত্যেকের আচরণগত নিজস্ব বিষয়; যা অর্জন ও অভ্যাসে থাকা অতীব জরুরী। আমরা জীবনে অনেক কাজ করি, পরস্পরের সাথে চলাফেরা করি, নিজের জ্ঞানার্জন করি-এসবের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার জন্যে, হৃদয়ঙ্গম করার জন্যে মনোযোগের গুরুত্ব রয়েছে। এতে আমাদের চিন্তাশক্তির প্রসার ঘটে। এতে ক্ষমতার প্রয়োগ ঘটে। অমনোযোগিতা অন্ধত্বের শামিল। আর মনোযোগ আকর্ষণটাও এর সাথে যুক্ত।

ঈশ্বরের বাক্যে মনোনিবেশঃ আমাদের ঈশ্বরের বাক্যে মনোনিবেশ করা উচিত। পবিত্রশাস্ত্রের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, মনোযোগ দেয়ার জন্যে কতোটা যত্নশীল হতে বলা হয়েছে। আমাদের ঈশ্বরের বাক্যে মনোযোগ দেয়া উচিত। ২ *পিতর ১:১৯ পদে বলা হয়েছে, "তাছাড়া প্রবক্তাদের বাণীও আমাদের কাছে আছে, আর সেই বাণী অত্যন্ত দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত; তোমরা ঠিকই করবে যদি সেই বাণীর প্রতি, যা অন্ধকার স্থানে জ্বলন্ত প্রদীপের মত, মনোযোগী থাক– যতক্ষণ না দিনের আলো ফুটে ওঠে এবং তোমাদের অন্তরে প্রভাতী তারা উদিত না হয়।"* কেননা ঈশ্বরের বাক্য সমস্ত মানবের জন্যে জ্যোতি। পবিত্র বাক্যে; মনোযোগ দিতে, শুনতে এবং তাদের খুঁজে পেতে বলা হয়। আর যারা সদাপ্রভুর আহ্বানে আহূত তারা আশীর্বাদপ্রাপ্ত হবে।

মনোযোগের জন্যে চিহ্ন ব্যবহারঃ কোনো বিষয় বুঝতে হলে মনোযোগ প্রয়োজন। আর চিহ্ন আমাদের মনোযোগকে আরো বেশি আকর্ষণ করে। অর্থাৎ মনোযোগ আকর্ষণের জন্যে চিহ্ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আর সেই চিহ্নে আমাদের মনে বিশ্বাস জন্ম নেয়। এতে স্পষ্ট যে, বিশ্বাস সৃষ্টির জন্যে চিহ্নের মাধ্যমে মনোযোগ আকর্ষণের গুরুত্ব রয়েছে। অতএব, কোনো বিষয়ে কারো মনোযোগ আকর্ষণের জন্যে চিহ্ন সহায়ক হিসেবে ভূমিকা রাখে। কাউকে সঠিক দিশা দেয়ার জন্যে চিহ্ন সহজভাবে কাজ করে থাকে।

বুদ্ধিতে মনোনিবেশঃ কোনো কিছু পরিষ্কার বোঝার জন্যে মনোনিবেশের সাথে বুদ্ধির সংযোগ থাকতে হবে। তাহলে বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম হতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। পবিত্র বাইবেল অনুযায়ী যদি বুদ্ধিতে মনোনিবেশ করি; তাহলে আমাদের ঈশ্বরভীতি জন্মাবে এবং আমরা ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞানপ্রাপ্ত হতে পারবো। অর্থাৎ কোন বিষয়ের গভীর তত্ত্ব বুঝতে বুদ্ধিতে মনোনিবেশ করতে হবে। যান্ত্রিক জীবনে বিভিন্ন কারণে আমাদের মন অস্থির থাকে। চিন্তা না করে সিদ্ধান্ত নিলে অনেক সময় ভুল হয়। জীবনে যেকোনো বিষয়ে সফল হওয়ার জন্য প্রয়োজন দূরদর্শিতা, ধৈর্য।

ঈশ্বরের মনোযোগঃ যখন আমাদের প্রতি ঈশ্বরের মনোযোগ থাকবে, এটি আমাদের জন্যে সবচেয়ে বড় পাওয়া। তাহলে আমরা বুঝতে পারি যে, আমাদের প্রতি ঈশ্বরের দৃষ্টি রয়েছে। আমাদের কোনো অভাব ঘটবে না। সুতরাং আমাদের শ্রদ্ধা, সম্মান ও প্রশংসা ঈশ্বরের প্রতি দিতে হবে। ফলে আমরা ঈশ্বরের পবিত্র স্থানে অবস্থান করতে পারবো। ঈশ্বর আমাদের অন্তরে বাস করবেন। ঈশ্বরের প্রতি যারা মনোনিবেশ করে তারা ঈশ্বরকে পায়।

অধৈর্য ব্যক্তিরা মনোযোগ দিতে পারে নাঃ মনোযোগ; ধৈর্য ও নিয়মিত অভ্যাসের মাধ্যমে সম্ভব। এতে নিজের চিন্তাভাবনা সচেতনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ধৈর্য সহকারে নেতিবাচক চিন্তাগুলো চিহ্নিত করে সেগুলোকে ইতিবাচক চিন্তায় রূপান্তরিত করার উপায় খুঁজে পাওয়া যায়। প্রয়োজনীয় নয় এমন চিন্তা এড়িয়ে চলা যায়। কিন্তু অধৈর্য থাকলে মনের অশান্তি দূর করা কঠিন হয়ে পড়ে। এতে মনোযোগ ধরে রাখা কঠিন। যারা ধৈর্যহীন তাদের ক্রোধ, দুঃখ বা উত্তেজনাকে সামলানোর উপায় নষ্ট হয়ে যায়। ধৈর্যসহকারে নিজের শক্তি ও সামর্থ্যে বিশ্বাস রাখা উচিত। অধৈর্যে নেতিবাচক চিন্তা আসে; তখন নিজের মনোযোগ সৃজনশীলতা হারিয়ে ফেলে। ধৈর্যের সাথে মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে মানসিক স্বাস্থ্য উন্নত হয় এবং ধীরে ধীরে দক্ষতা পায়, আত্মবিশ্বাসী ও স্থির হতে সাহায্য করে।

মনোযোগ না থাকলেঃ মনোযোগ না থাকলে কোনো কিছু অর্জন করা যায় না। পরিপূর্ণতার জন্যে বা আমাদের প্রয়োজন পূরণের জন্যে মনোযোগ দরকার। যদি মনোযোগ না দেয়া হয়, তাহলে উদ্দেশ্য ধ্বংস হয়ে যাবে। আর এজন্যে বিলাপ করতে হবে, হতাশায় দিন অতিবাহিত করতে হবে। মনোযোগ না দেয়ার পরিণতি ভয়াবহ। ঈশ্বরের অনেক কার্যক্রমে আমরা মনোযোগ দেই না; তাই আমরা উপলব্ধি করতে পারি না। আর সেই মনোযোগ আমাদের অনেক কিছু শেখাতে ও জানাতে পারে; কিন্তু আমরা তা' করছি না।

জ্ঞানীরাই মনোনিবেশ করেঃ জীবনের অর্জনের জন্যে মনোনিবেশ করতে হয়। কেননা মনোনিবেশ করলেই অনেক বাস্তবতা, অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পায়। জ্ঞানীরা মনোনিবেশ করে ও জ্ঞান বিতরণ করে। তারা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ব্যাখ্যা করে থাকেন। মানুষ যত বড় জ্ঞানীই হোক, চিন্তা যদি না করে, সে সৃষ্টিশীল ক্রিয়ার দিকে এগিয়ে যেতে পারে না। শিশুকালের কল্পনা থেকে প্রাজ্ঞদের চিন্তার সৃষ্টি। আবার ইতিবাচক চিন্তায় যখন বস্তুনিষ্ঠ কল্পনা যোগ হয় তখন মানুষের মন সৃষ্টিশীল হয়ে উঠে। মানুষের এই ইতিবাচক সৃষ্টিশীলতা তাকে স্বপ্ন দেখাতে শুরু করে।

খোলা হৃদয়ে মনোযোগঃ আমরা যখন আরাধনায় উপস্থিত হই; তখন আমাদের হৃদয় খুলে দিতে হবে। তাহলে আমরা ঈশ্বরের কথায় মনোযোগ দিতে পারবো। ঈশ্বরের জন্যে হৃদয় খুলে না দিলে আমরা তাঁর বাক্যে মনোযোগ দিতে পারি না। যদি আমরা ঈশ্বরের বাক্যে আগ্রহের সাথে মনোযোগ না দেই, তাহলে আমরা ভেসে যেতে পারি; এবং আমাদের আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

মনোনিবেশে স্পষ্টতাঃ তত্ত্ব জানতে হলে, কষ্ট বুঝতে হলে মনোনিবেশ প্রয়োজন; কেননা মনোনিবেশই স্পষ্ট হয় সবকিছু। প্রজ্ঞা ও তত্ত্বের অনুসন্ধান মনোনিবেশের মাধ্যমেই ঘটে; দুষ্টের দুষ্টতার শেষ পরিণতিও মনোনিবেশে স্পষ্ট বোঝা যায়। মানুষের যতোই কর্তৃত্ব থাকুক না, তা যদি অন্যায়ের জন্যে হয় তাহলে তা অমঙ্গলার্থেই সম্পন্ন হয়ে থাকে। এখানেই মনোনিবেশের প্রয়োজন যে, মানুষের কর্তৃত্বও কখনো কখনো মানুষকে পাপের দিকে ধাবিত করে।

কারো মনোযোগ আকর্ষণের জন্যেঃ বাক্‌পটুদের সকলেরই মনোযোগ আকর্ষণ হয়। কেননা তারা কোনো বিষয় চমৎকারভাবে উপস্থাপন করতে পারে। যাত্রাপুস্তক ৬:১২ পদে রয়েছে, "তখন মোশি সদাপ্রভুর সাক্ষাতে বললেন, দেখ, ইস্রায়েল-সন্তানেরা আমার বাক্যে মনোযোগ করল না; তবে ফরৌণ কি করে শুনবেন? আমি তো বাক্‌পটু না।" এখানে আমরা দেখি যে, মোশী নিজের সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রকাশ করেছেন। তিনি যে বাক্‌পটু নন, সে বিষয়টি জানিয়েছেন। কিন্তু ঈশ্বর তাকেই ব্যবহার করেছিলেন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে।

মনোনিবেশ করলে বর্ণনা করা যায়ঃ কোনো বিষয় ভালোভাবে জানতে হলে, বুঝতে হলে মনোনিবেশ করার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে; আর মনোনিবেশ করলেই তার সম্পর্কে

নিখুঁতভাবে জানা যায় এবং তা' প্রয়োজনে অন্যের কাছে বর্ণনা করা যায়। যারা মনোযোগ করে না তারা ঈশ্বরের ধনাধ্যক্ষের কার্য বিশ্বাস সম্বন্ধীয় বিষয়ে উপস্থিত করতে পারে না। কিন্তু ঈশ্বর যখন আদেশ করেন, তখন অবশ্যই মানুষের মনোযোগ করতে হবে।

ঈশ্বরের মনোযোগ আকর্ষণ: ১ রাজাবলি ৮:২৮ পদে রয়েছে, "তবু হে প্রভু, আমার পরমেশ্বর, তুমি তোমার এই দাসের প্রার্থনা ও মিনতির দিকে ফিরে তাকাও; তোমার দাস আজ তোমার কাছে যে ডাক ও প্রার্থনা নিবেদন করছে, তা শোন।" এখানে আমরা ঈশ্বরের মনোযোগ আকর্ষণের জন্যে প্রার্থনা করার বিষয়ে শিখতে পারি। এখানে নিজেকে দাস হিসেবে উপস্থাপন করে মিনতি ও প্রার্থনা করা হচ্ছে। অতএব, ঈশ্বরের মনোযোগ আকর্ষণের জন্যে মিনতি ও প্রার্থনার দরকার রয়েছে। দাউদ প্রার্থনায় সদাপ্রভুর মনোযোগের জন্যে অনুনয়, মিনতি করতেন। আমরাও এভাবে আমাদের বিষয় ঈশ্বরকে জানানোর জন্যে মিনতি করতে পারি।

ঈশ্বরের প্রতি মনোযোগ: ঈশ্বরের প্রতি আমাদের মনোযোগ দিতে হবে। এতে তাঁর প্রতি আমাদের বাধ্যতা প্রকাশ পাবে। যদি আমরা তাঁর বাক্যে মনোযোগ না দেই তাহলে আমাদের উপর ঈশ্বর অসন্তুষ্ট হবেন। তাছাড়া মনোযোগের জন্যে সদাপ্রভু হতে আহ্বান করা হয়েছে। *প্রবচনমালা ২৭:২৩ পদে রয়েছে, "তুমি তোমার মেষপালের অবস্থা জেনে নাও*, তোমার গবাদি পশুদের যত্ন নাও" এখানে যে মনোযোগের কথা বলা হয়েছে, তা' যদি করা না হয়, তাহলে পশুপাল এলোমেলো হয়ে যেতে পারে। ঈশ্বর বাক্য প্রদীপের মতো; কেননা তা' জীবনের অন্ধকারময় স্থানে দীপ্তি প্রদান করে। *২ পিতর ১:১৯ পদে রয়েছে, "তাছাড়া প্রবক্তাদের বাণীও আমাদের কাছে আছে, আর সেই বাণী অত্যন্ত দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত; তোমরা ঠিকই করবে যদি সেই বাণীর প্রতি, যা অন্ধকার স্থানে জ্বলন্ত প্রদীপের মত, মনোযোগী থাক– যতক্ষণ না দিনের আলো ফুটে ওঠে এবং তোমাদের অন্তরে প্রভাতী তারা উদিত না হয়।"*

পিতার কথায় মনোযোগ: অনেক সন্তান রয়েছে, যারা পিতার কথায় মনোযোগ দেয় না। তারা অবাধ্য হয় ও বিপথে চলে যায়। তাদের জীবনে ধ্বংস হয়ে যায় অবাধ্যতার কারণে। কিন্তু সদাপ্রভু বলেন, যেন সকলে পিতার উপদেশ শুনে, পিতা যে সুবিবেচনা প্রদান করবেন তাতে যেন মনোযোগ করে। *প্রবচনমালা ৪:১-এ রয়েছে, "সন্তানেরা আমার, পিতার শিক্ষাবাণী শোন, সদ্বিবেচনা কি, তা জানবার জন্য মনোযোগ দাও।"* আর যারা মনোযোগ করে না তারা তাদের জীবনে প্রতিদান পেয়ে যায়। পিতা দুঃখ করেন ও অনুযোগ করেন। পিতা তার সন্তানকে মনোযোগের জন্যে আহ্বান করে থাকেন। পিতার কথায় মনোযোগ করলে আমরা রক্ষা পেতে পারি।

অতএব, অতৃপ্ত বাসনা বা ইচ্ছা মনোযোগের এক ধরনের বিকর্ষক। যেমন, কাজ নিয়ে বসলেই কোথাও যেতে ইচ্ছে করে বা গল্প করতে ইচ্ছে করে ইত্যাদি। এ ধরনের ইচ্ছা মনোযোগের বিকর্ষক। এ কারণে আমরা জীবনে অনেক কিছু হারিয়ে ফেলি। এক্ষেত্রে বুঝতে হবে কোনটির চাহিদা এবং মূল্য বেশি। যেটি গুরুত্বপূর্ণ বেশি, সেটির চাহিদা আগে মিটিয়ে নিতে হবে, পরে অন্য কাজটি করা সম্ভব হবে। আর এটা সম্ভব হবে মনোযোগের জন্যেই। কেননা আন্তরিক আগ্রহ না থাকলে মনোযোগ আসতে পারে না। সাধারণত দেখা যায় ব্যক্তির প্রকৃত চাহিদার সঙ্গে মনোযোগের বিষয়ের কোন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ থাকে না। তখন মনোযোগ দেয়া অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। এজন্যে মনকে বোঝাতে হবে এবং মানসিক স্থিতি আনতে হবে।

নতুন
শুভ্র দৃপ্তনীল

নতুন বছর, ছেঁড়া পালে নতুন হাওয়া লাগানো,
স্তব্ধ বিষাদে না-হয় অন্তপুর জলে ভাসানো,
কারো জীবনের শেষ প্রহরে নতুনের উপর মায়া জড়ানো,
নতুন বছর নতুন আবেগ, নতুনের ভালোবাসা মাখানো!

নতুন বছর, গোধূলির আলো নামে নগরে-
নগরপালের শেষের কবিতা এ নগরীর পথে প্রান্তরে,
স্পৃষ্টতা নিয়ে শেষমেশ যদি প্রেম পুকুরে;
ভালোবাসা বাঁধা আছে এ বছরে!

নতুন বছর, বাজিমাতপুরে উৎসব করে দেখা,
স্মৃতির পাতায় কত রমাদেবী তাদের কথাই লেখা,
বিকাশের চাকা ঘোরে যদি কারোর সেটাকে দেখেই শেখা,
নতুন বছর, প্রেমিক পুরুষ আজন্ম প্রেমে বাঁকা!

নতুন বছর, পুরোনো স্কুটি, হাতে নিয়ে চাবি জোড়া,
মুখ্যমন্ত্রী আবেগের বশে নিলেন গোলাপ তোড়া,
তাদের ভাষা কঠিন, দগদগে - আনকোরা'
আর নতুন বছর সুধীরাম বাবু সিগারেটে ঠোঁট পোঁড়া!

নতুন বছর, শেষের সকাল গরম ভালোবাসা,
ঢাকা শহরে 'রোম' ভাড়া হয়; ভাড়া হয় না বাসা,
সফেদ দেয়ালে প্রবেশ নিষেধ! লেখা আছে ভাসাভাসা -
ফুটপাতে বসে তরুণী এখনো ছাড়েনি প্রেমের আশা!

নতুন বছর রসায়ন বই সঞ্জিত কুমার গুহ
রাসায়নিক প্রেম বুকে আগুন আর মস্তিষ্কে প্রবাহ!

নতুন বছর, নতুনের সব আক্রোশে থেকে যাও,
এবেলা না-হয় আমি শোনালাম, তারপর তুমি শোনাও!

নতুন এসেছে নতুন নিয়ে, সাথে নিয়ে নতুন আশা,
এবছরের বেকার নাবিকের ভালোবাসা ও ভালোবাসা!

গোল্লা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

স্থাপিত: ১৯৬৬ খ্রীঃ,
নিবন্ধন নং-১৫, তারিখ: ০১/০২/১৯৯৪ খ্রীঃ; সংশোধিত নিবন্ধন নং-৩৯, তারিখ: ২২/০৭/২০১২ খ্রীঃ;
সংশোধিত নিবন্ধন নং-০৮, তারিখ: ০১/০৩/২০২৩ খ্রীঃ;।
গ্রাম: বড়গোল্লা, ডাকঘর: গোবিন্দপুর, থানা: নবাবগঞ্জ, জেলা: ঢাকা।

তারিখ: ১৩ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

গোল্লা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর জন্য নিম্ন লিখিত পদে নিয়োগের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের নিকট থেকে আবেদন/ দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে-

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	বয়স সীমা	বেতন	শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
০১.	মেম্বার সার্ভিস অফিসার	এক জন	অনধিক ৩৫ বছর	আলোচনা সাপেক্ষ	১. অনুমোদিত কলেজ থেকে যে কোন বিভাগে নূন্যতম এইসএসসি সনদ প্রাপ্ত হতে হবে। ২. কম্পিউটার ও মাইক্রোসফট অফিসে পারদর্শী হতে হবে। ৩. সদস্য বহি লেখা, বিভিন্ন প্রকার ফরম, আবেদনপত্র ও চিঠি লেখার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ৪. ক্রেডিট ইউনিয়নের প্রয়োজনে সদস্যদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ঋণ খেলাপী, ঋণ আদায়ের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ৫. ক্রেডিট ইউনিয়নের সদস্যদের দ্রুত সেবা দিতে এবং প্রয়োজনে ছুটির দিনেও কাজ করার মনমানসিকতা থাকতে হবে।

শর্তাবলী:
১। আবেদনকারীকে একটি আবেদনপত্র-সহ, পূর্ণ জীবনবৃত্তান্ত, শিক্ষাগত যোগ্যতা সনদের সত্যায়িত ফটোকপি, জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি, ০২ কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙ্গিন ছবি আগামী ০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রিঃ মধ্যে সমিতির অফিসে জমা দেওয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

বিঃ দ্রঃ- গোল্লা খ্রীষ্টান কো- অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর নিয়মিত সদস্যদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

ধন্যবাদান্তে -

ডানিয়েল রোজারিও
চেয়ারম্যান
গোল্লা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

ভিক্টর গমেজ
সেক্রেটারী
গোল্লা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

বিজ্ঞ/২০/২৬

সিলেট ভ্রমণ

মাইকেল ডেরিক গমেজ

৯ জুন ২০২৫। সেদিন ঢাকা থেকে সিলেটের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করি। যাত্রাপথে হবিগঞ্জ বাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুশিয়ারা নদী, মাধবপুর, সুরমা নদী, চা বাগান, আবার কোথাও চা বাগানের কর্মীগণ চা পাতা তুলছে, সে এক মনোমুগ্ধকর পরিবেশ।

সিলেট হচ্ছে উত্তর-পূর্ব বাংলাদেশের একটি প্রধান শহর এবং একই সাথে সিলেট বিভাগের বিভাগীয় শহর। এটি সুরমা নদীর তীরে অবস্থিত এবং বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন শহর। সিলেট তার চা বাগান, গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বন এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত। সিলেট শহর হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও সিলেটের বিভাগীয় শহর হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

সিলেটের দর্শনীয় স্থানসমূহ যা আমি ঘুরে দেখেছি:

সিলেট নতুন ক্যাথিড্রাল যা ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রিঃ উদ্বোধন করা হয়। বিশপ শরৎ আমাদেরকে তার বিশপ ভবন ঘুরিয়ে দেখান এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা প্রদান করেন।

মালনীছড়া চা বাগান: মালনীছড়া চা বাগান হল বাংলাদেশের সিলেট জেলায় অবস্থিত একটি চা বাগান। এটি উপমহাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন চা বাগান। মালনীছড়া চা বাগান বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশের বৃহত্তম এবং সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত চা বাগান। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে লর্ড হার্ডসন ১৫০০ একর জায়গার উপর এটি প্রতিষ্ঠা করেন। এই চা বাগানটি সিলেট আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে স্বল্প দূরত্বে অবস্থিত।

রাতারগুল জলাভূমি বন: সিলেটের গোয়াইনঘাটের ফতেহপুর ইউনিয়নের গোয়াইন নদীতে অবস্থিত একটি মিঠা পানির জলাভূমি বন। একসময় রাতারগুলকে বাংলাদেশের একমাত্র জলাভূমি বন বলে মনে করা হত এবং বিশ্বের কয়েকটি মিঠা পানির জলাভূমি বনের মধ্যে একটি। রাতারগুল সিলেট থেকে প্রায় ২৬ কিলোমিটার দূরে। সিলেট রেঞ্জ-২-এ বন বিভাগের অধীনে ৩,৩২৫ একর জলাভূমি রয়েছে এবং সেই জলাভূমিতে রাতারগুল জলাভূমি প্রায় ৫০৪ একর।

সাত স্তরের চা: সাত রঙের চা বা সাত স্তরের চা (বাংলা: সাত রঙ চা) হল একটি বাংলাদেশী পানীয় যা বিভিন্ন স্তরের চা'য়ের সমন্বয়ে গঠিত। চায়ের ঘনত্ব, চা পাতার বৈচিত্র্য এবং দুধ, চিনি এবং স্বাদের মতো বিভিন্ন সংযোজনে তৈরি করা হয় এবং একত্রিত হলে ঘনত্ব অনুসারে আলাদা হয়। প্রতিটি স্তরের রঙ এবং স্বাদের বৈপরীত্য রয়েছে, সিরাপযুক্ত মিষ্টি থেকে মশলাদার লবঙ্গ পর্যন্ত। ফলস্বরূপ পানীয় জুড়ে একটি পর্যায়ক্রমে গাঢ়/হালকা ব্যান্ড প্যাটার্ন তৈরি হয়, যা চা'য়ের নাম দিয়েছে। মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলের একটি চা দোকানের পরিচালক রমেশ রাম গৌর দাবি করেন যে পানীয়টি তিনি তৈরি করেছেন। এটি বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে অনুকরণ করা হয়েছে, বিভিন্ন স্তর সহ।

জাফলং: সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার অন্তর্গত, একটি পর্যটনস্থল। জাফলং, সিলেট শহর থেকে ৬২ কিলোমিটার উত্তর-পূর্ব দিকে, ভারতের মেঘালয় সীমান্ত ঘেঁষে খাসিয়া-জৈন্তা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত এবং এখানে পাহাড় আর নদীর অপূর্ব সম্মিলন বলে এই এলাকা বাংলাদেশের অন্যতম একটি পর্যটনস্থল হিসেবে পরিচিত। পর্যটনের সাথে জাফলং পাথরের জন্যও বিখ্যাত। শ্রমজীবী মানুষেরা পাথরের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে আসছে সেই বহু বছর যাবত।

জাফলং ফাদার বাড়ি, খাসিয়া পুঞ্জী ও তাদের জীবন প্রণালী অতি চমৎকার।

তামাবিল: তামাবিল হচ্ছে সিলেট অঞ্চলের সীমান্তবর্তী একটি এলাকা, যা জাফলং যাবার ৪ কিলোমিটার আগে অবস্থিত। এখান থেকে ভারতের পাহাড়, ঝর্ণা ছাড়াও অনেক দর্শনীয় স্থান অবলোকন করা যায়।

লালাখাল: 'লালাখাল' সিলেটের জৈন্তাপুর উপজেলায় একটি পর্যটন এলাকা এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থান। সেই নদীতে অসংখ্য বাঁক রয়েছে। নদীটির কূলে পাহাড়ি বন, চা-বাগান এবং নানা প্রজাতির বৃক্ষরাজি রয়েছে। ভারতের চেরাপুঞ্জির ঠিক নিচেই লালাখালের অবস্থান। চেরাপুঞ্জি পাহাড় থেকে উৎপন্ন এই নদী বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। লালাখালের পানি নীল। মূলতঃ জৈন্তিয়া পাহাড় থেকে আসা প্রবাহমান পানির সাথে মিশে থাকা খনিজ এবং কাদার পরিবর্তে নদীর বালুময় তলদেশের কারণেই এই নদীর পানির রঙ এরকম দেখায়।

শ্রীমঙ্গল: শ্রীমঙ্গল চায়ের রাজধানী নামে খ্যাত। এটি বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত একটি উপজেলা যা সিলেট বিভাগের মৌলভীবাজার জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তের অন্তর্গত হাইল-হাওরের পাশে ৪২৫.১৫ বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে অবস্থান করছে। শ্রীমঙ্গল উপজেলার ৪৩.৩৪% জায়গা জুড়ে রয়েছে চা বাগান। এখানে রয়েছে সাধু যোসেফের ধর্মপল্লী, আর. এন.ডি. এম সিষ্টার হাউজ হরিনছড়া মা মারিয়ার তীর্থ স্থান।

রাবার বাগান: শ্রীমঙ্গলে রয়েছে ৪টি রাবার বাগান। এ ৪টি বাগানে মোট ৮ হাজার ৮৩ একর জমিতে রাবার চাষ করা হয়। চার বাগানে সর্ব মোট গাছ রয়েছে উচ্চফলনশীল ৬লাখ ৬৫ হাজার ৮০৯টি এবং কম উৎপাদনশীল ১ লাখ ৩৬ হাজার ৬১টি। অন্যদিকে এ ৪ টি বাগানে কষ সংগ্রহের জন্য ৩ শ্রেণীর শ্রমিক রয়েছে। ২৬৫ জন শ্রমিক প্রতিদিন ৩০ থেকে ৪০ কেজি কষ আহরণ করেন কেজি প্রতি আড়াই/তিন টাকা হারে।

আলোচিত সংবাদ

নতুন বেতনকাঠামোর প্রস্তাব চূড়ান্ত, প্রতিবেদন জমা ২১ জানুয়ারি

সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য নতুন বেতনকাঠামোর প্রস্তাব চূড়ান্ত করা হয়েছে। বেতন কমিশন ২১ জানুয়ারি অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদের কাছে নতুন বেতনকাঠামো প্রতিবেদন দাখিল করেন। অর্থ উপদেষ্টা পরে তা উপস্থাপন করবেন উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে।

কমিশন চলতি ২০২৬ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি থেকে আংশিক বেতনকাঠামো বাস্তবায়নের সুপারিশ করেছে। এটি পুরো মাত্রায় কার্যকর হবে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রথম দিন, অর্থাৎ আগামী ১ জুলাই থেকে। বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী, বেতনকাঠামো পুরো মাত্রায় বাস্তবায়ন করতে গেলে বাড়তি ৭০ থেকে ৮০ হাজার কোটি টাকা লাগবে। প্রস্তাবিত বেতনকাঠামোতে নিচের দিকে বেতন-ভাতা বেশি বাড়ানোর সুপারিশ করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

(https://www.kalerkantho.com/online/national/2026/01/17/1634506?utm_source=chatgpt.com)

জোট ছেড়ে নির্বাচনে ইসলামী আন্দোলন

পছন্দের আসনে ছাড় না পেয়ে নানা নাটকীয়তার পর জামায়াতে ইসলামীর জোট ছেড়েছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ। চরমোনাই পীরের নেতৃত্বাধীন দলটি এককভাবে ২৬৮ আসনে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঘোষণা দিয়েছে। তবে দলটি আনুষ্ঠানিক বক্তব্যে জানিয়েছে, ইসলামের মৌলিক নীতির প্রশ্ন এবং রাজনৈতিক আস্থাহীনতায় ১১ দলীয় সমঝোতায় থাকছে না।

আসন সমঝোতা নিয়ে গত কয়েক দিনের টানাপোড়েনের পর গত শুক্রবার (১৬/১) রাজধানীর পুরানা পল্টনে দলীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এককভাবে নির্বাচনের ঘোষণা দেন ইসলামী আন্দোলনের মুখপাত্র ও জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব গাজী আতাউর রহমান।

https://tinyurl.com/3ek9vwek

নির্বাচনে পক্ষপাতিত্বের সুযোগ নেই প্রধান উপদেষ্টা

আসন্ন ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন নিয়ে কোনও ধরনের পক্ষপাতিত্বের সুযোগ নেই বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি বলেছেন, এই নির্বাচন দেশের ভাগ্য নির্ধারণের এবং দেশ পাল্টে দেওয়ার নির্বাচন, তাই একে যে-কোনও মূল্যে সুষ্ঠু হতে হবে। এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলের সাথে আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি উপরোক্ত কথাগুলো বলেন।

https://tinyurl.com/mwmmv236

নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় থাকবেন বিভিন্ন বাহিনীর প্রায় ৯ লাখ সদস্য -স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সশস্ত্র বাহিনীসহ বিভিন্ন বাহিনীর প্রায় ৯ লাখ সদস্য দায়িত্ব পালন করবেন। গত সোমবার (১৯/১) সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে আইনশৃঙ্খলা-সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির ২০তম সভা শেষে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মোট ৮ লাখ ৯৭ হাজার ১১৭ সদস্য মোতায়েন করা হবে। এর মধ্যে ১ লাখ সেনাসদস্য, ৫ হাজার নৌসদস্য, ৩ হাজার ৭৩০ জন বিমানবাহিনীর সদস্য, ১ লাখ ৪৯ হাজার ৪৪৩ জন পুলিশ সদস্য, ৫ লাখ ৭৬ হাজার ৩১৪ জন আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্য, ৩৭ হাজার ৪৫৩ জন বিজিবি সদস্য, ৩ হাজার ৫৮৫ জন কোস্টগার্ড সদস্য, ৭ হাজার ৭০০ জন র‍্যাব সদস্য এবং সাপোর্ট সার্ভিস হিসেবে ১৩ হাজার ৩৯০ জন ফায়ার সার্ভিসের সদস্য মোতায়েন করা হবে।নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করার যেকোনো অপতৎপরতা কঠোর হস্তে দমনের হুঁশিয়ারি দেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা।

https://www.prothomalo.com/bangladesh/1evr3a4ihv

গণতান্ত্রিক সরকারের হাতে ক্ষমতা বুঝিয়ে দিয়ে ঘরে ফিরতে হবে

-অফিসার্স এড্রেসে সেনাপ্রধানের নির্দেশ

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সকল কর্মকর্তা ও সৈনিকদের সদা প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান ওয়াকার-উজ-জামান। বর্তমান পরিস্থিতিতে যে দায়িত্ব ও নিষ্ঠার সঙ্গে সেনাবাহিনী কাজ করছে, সেটি দেশ ও জাতি চিরকাল স্মরণ রাখবে।

তিনি সেনা সদস্যদের উদ্দেশ্যে বলেন, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে শতভাগ অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ। নির্বাচনের আগে এমন নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হবে যাতে জাতি ধর্ম, বর্ণ সব শ্রেণীর মানুষ বাসা থেকে ভোট কেন্দ্রে যাবে, ভোট দিয়ে নির্বিঘ্নে-নিশ্চিন্তে বাসায় ফিরবে। নির্বাচনে কোনও স্বজনপ্রীতি বা কারও পক্ষ নেওয়া যাবেনা। গুজব এবং যে কোনও অপপ্রচার থেকে দূরে থাকতে হবে। নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের হাতে ক্ষমতা বুঝিয়ে দিয়ে ঘরে ফিরতে হবে। সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে।

রবিবার ঢাকা সেনানিবাসের সেনাপ্রাঙ্গণে সেনা কর্মকর্তা (অফিসার্স অ্যাড্রেস) ও সৈনিকদের সঙ্গে দরবারে তিনি এ কথা বলেন।

https://tinyurl.com/yk8cyj6k

যখন তখন বাড়ি ভাড়া বাড়াতে পারবেন না মালিকরা -ডিএনসিসির নির্দেশনা

এখন থেকে যখন তখন বাড়িভাড়া বাড়াতে পারবেন না মালিকরা। কমপক্ষে দুই বছর পর পর এটা করা যাবে। মানসম্মত ভাড়া কার্যকর হওয়ার তারিখ থেকে দুই বছর তা বলবৎ থাকবে। ভাড়া বৃদ্ধির সময় হবে জুন-জুলাই। দুই বছরের আগে কোনো অবস্থাতেই বাড়িভাড়া বাড়ানো যাবে না। এ ছাড়া নিরাপত্তার স্বার্থে প্রত্যেক ভাড়াটিয়াকে শর্তসাপেক্ষে ছাদের ও মূল গেটের চাবি দিতে হবে। ঢাকার বাড়ির মালিকদের প্রতি এমনই বেশ কিছু নির্দেশনা জারি করেছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

মঙ্গলবার (২০/১) গুলশানে ডিএনসিসির নগর ভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে এই নির্দেশনা দেন ডিএনসিসি প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ। ভাড়াটিয়ার অধিকার নিশ্চিতে বাড়িভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯১ নিয়ন্ত্রকের পক্ষে সিটি কর্পোরেশনের নির্দেশনায় বলা হয়, নিরাপত্তার স্বার্থে বাড়িওয়ালা তার প্রত্যেক ভাড়াটিয়াকে ছাদের ও মূল গেটের চাবি শর্তসাপেক্ষে প্রদান করবেন।

আর বাড়ির মালিক অবশ্যই তার বাড়িটি বসবাসের উপযোগী করে রাখবেন। বাড়িতে ইউটিলিটি সার্ভিস (গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি) এর নিরবচ্ছিন্ন কানেকশন, দৈনিক গৃহস্থালি বর্জ্যকালেকশনসহ অনন্যা সব সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। এর কোনো ব্যত্যয় বা কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে ভাড়াটিয়া সংশ্লিষ্ট বাড়িওয়ালাকে অবগত করবেন এবং বাড়িওয়ালা দ্রুত সেই সমস্যা সমাধান করবেন। ভাড়াটিয়া মাসের ১০ তারিখের মধ্যে বাড়িওয়ালাকে ভাড়া প্রদান করবেন। বাড়িওয়ালাদের অবশ্যই প্রমাণ কপি হিসেবে ভাড়াটিয়াকে প্রতি মাসে মাসিক ভাড়ার লিখিত রসিদ প্রদান করতে হবে।

গ্রিনল্যান্ড ইস্যুতে মুখোমুখি যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ

গ্রিনল্যান্ড দখলের বিরোধিতাকারী আট মিত্রদেশের ওপর নতুন করে শুল্কারোপের যে হুমকি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দিয়েছেন, সেটির নিন্দা জানিয়েছেন ইউরোপের নেতারা। ট্রাম্পের ওই পদক্ষেপটি 'সম্পূর্ণ ভুল' বলে মন্তব্য করেছেন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার। একইভাবে, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রোঁ ওই পদক্ষেপকে 'অগ্রহণযোগ্য' বলে অভিহিত করেন। ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, ফ্রান্স, জার্মানি, যুক্তরাজ্য, নেদারল্যান্ডস এবং ফিনল্যান্ডের পণ্যের ওপর ট্রাম্পের ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণার পর ইউরোপের নেতারা এমন মন্তব্য করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের কাছে গ্রিনল্যান্ডকে বিক্রির চুক্তি সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এই শুল্ক বহাল থাকবে বলে জানানো হয়েছে।

https://www.bbc.com/bengali/articles/c8rmv61457no

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

অন্যের বেদনায় সমব্যথী হয়ে ভালোবাসো

বিশ্ব রোগী দিবস উপলক্ষে পুণ্যপিতা পোপ মহোদয়ের বার্তা

পোপ চতুর্দশ লিও ৩৪তম বিশ্ব রোগি দিবস উপলক্ষে তাঁর বাণী প্রকাশ করেছেন এবং খ্রিস্টবিশ্বাসীদের আহ্বান জানান সামারীয় ব্যক্তির মতো করুণাপূর্ণ হতে এবং কীভাবে আমরা অন্যদের যন্ত্রণা বহন করে ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারি তা অনুধাবন করতে।

সামারীয় লোকটির দয়াপূর্ণ করুণা: ২০২৬ খ্রিস্টাব্দের বিশ্ব রোগি দিবস উপলক্ষে পুণ্যপিতা চতুর্দশ লিও প্রদত্ত বাণীর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো 'অন্যের বেদনায় সমব্যথী হয়ে ভালোবাসা'। গত ১৩ জানুয়ারি বার্তাটি প্রকাশ করে বলা হয়েছে যে, আগামী ১১ ফেব্রুয়ারি পেরুর চিক্লায়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় রোগি দিবস পালিত হবে।

পুণ্যপিতা উল্লেখ করেন যে, বাইবেলে বর্ণিত সামারীয় লোকটির প্রতিচ্ছবি সর্বদাই প্রাসঙ্গিক ও আবশ্যকীয় করুণার সামাজিক দিক ও দয়ার সৌন্দর্য পুনঃআবিষ্কার করতে, যা আমাদেরকে অভাবী ও কষ্টভোগীদের বিশেষ করে অসুস্থদের দিকে দৃষ্টি ও মনোযোগ নিবদ্ধ করতে সাহায্য করে।

সাধু লুকের মঙ্গলসমাচারে দেখা যায়, একজন শাস্ত্রী যিশুকে প্রশ্ন করে, কে আমার প্রতিবেশি? উত্তরে যিশু উত্তম সামারীয়র ঘটনাটি বর্ণনা করেন। যিনি যেরুশালেম থেকে যেরিখো যাবার পথে দস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে মৃতপ্রায় অবস্থায় পড়েছিলেন। একজন ধর্মযাজক ও লেবীয় তাকে পাশ কাটিয়ে গেলেও একজন সামারীয় ডাকাত দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তির প্রতি সদয় আচরণ করেন ও সাহায্য করেন, তার ক্ষত বেঁধে দেয়, সরাইখানায় নিয়ে যায় এবং তার যত্নের ব্যবস্থা করেন। পোপ লিও বলেন, তিনি এই বাইবেলীয় অংশটি ২০২০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত প্রয়াত পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের সর্বজনীন পত্র 'ফ্রাতেল্লী তুত্তি বা ভ্রাতৃসকল তথা মানব ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক বন্ধুত্ব'- এর আলোকে বিবেচনা করতে বেছে নিয়েছেন। তিনি বলেন, যারা অভাবী তাদের প্রতি দয়া ও করুণা কোন একক ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং সম্পর্কের মধ্য দিয়েই বাস্তবায়িত হয়। পোপ মহোদয় তাঁর বার্তাকে তিনটি অংশে ভাগ করেন; সেগুলো হলো- নৈকট্য ও উপস্থিতি দানের আনন্দ, অসুস্থদের যত্নে সম্মিলিত উদ্যোগ এবং সবসময় ঈশ্বরের ভালোবাসায় চালিত হয়ে নিজেকে ও প্রতিবেশিকে দেখতে পাওয়া।

নৈকট্য প্রদানের আনন্দ: বাইবেলের উত্তম সামারীয়ের উপমায় দেখা যায়, সামারীয় ব্যক্তি আহত মানুষটিকে দেখে 'পাশ কাটিয়ে' যায়নি। বরং সে উন্মুক্ত ও মনোযোগী দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়েছিল–যে দৃষ্টি যিশুরই দৃষ্টি–এবং সেই দৃষ্টি তাকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করেছিল।"এই প্রসঙ্গে পোপ লিও জোর দিয়ে বলেন, ভালোবাসা কখনো নিষ্ক্রিয় নয়; তা অপরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এগিয়ে যায়। প্রতিবেশি হওয়া কেবল ভৌত বা সামাজিক নৈকট্যের ওপর নির্ভর করে না, বরং ভালোবাসার সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করে।

পুণ্যপিতা চর্তুদশ লিও আরো বলেন, "সাক্ষাতের এই উপহার যিশু খ্রিস্টের সঙ্গে আমাদের ঐক্য থেকেই উৎসারিত।" আমরা তাঁকে উত্তম সামারীয় হিসেবে চিনি। যিনি আমাদের অনন্ত মুক্তি এনে দিয়েছেন, এবং যখনই আমরা কোনো আহত ভাই বা বোনের দিকে হাত বাড়াই, তখনই আমরা যিশুকে তাঁর কাছে উপস্থিত করি।

অসুস্থদের যত্নে সম্মিলিত উদ্যোগ: পোপ এরপর করুণাকে এমন এক গভীর অনুভূতি হিসেবে বর্ণনা করেন যা আমাদের কাজ করতে বাধ্য করে–যা "অন্তর থেকে জন্ম নেয় এবং অপরের যন্ত্রণার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সাড়া দিতে উদ্বুদ্ধ করে।"

সবসময় ঈশ্বরের ভালোবাসায় চালিত হয়ে নিজেকে ও প্রতিবেশিকে দেখতে পাওয়া: "তুমি তোমার সমস্ত হৃদয়, সমস্ত প্রাণ, সমস্ত শক্তি ও সমস্ত মন দিয়ে তোমার প্রভু ঈশ্বরকে ভালোবাসবে; এবং তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালোবাসবে" (লূক ১০:২৭) –আমরা ঈশ্বরপ্রেমের প্রাধান্য এবং মানব ভালোবাসা ও সম্পর্কের প্রতিটি মাত্রায় তার সরাসরি প্রভাবকে স্বীকৃতি দিই।

- তথ্যসূত্র : news.va

World concern

Job Opportunity

World Concern is a Christian global relief and development agency that extends opportunity and hope to people facing the most profound human challenges of extreme poverty. We serve nearly 5 million people in 16 countries, focusing on food security, child protection, education, maternal and child health, microfinance, vocational training, clean water and sanitation and disaster response. World Concern in Bangladesh is searching for an energetic, smart & potential candidate for the position of **Program and Operations Coordinator**. If your qualifications and experience match the mentioned position and you feel confident, then you may apply for the position. Please refer to the link below for detailed information about the job description and other required qualifications for the position.

https://qrcc.me/t93icgmj1eoc

Application Deadline: 31 January 2026

বিজ্ঞ/১৯/২৬

বক আর বেজির গল্প

পাহাড়ের চূড়ায় ছিল এক বিশাল ডুমুরগাছ। গাছটা এত বড় ছিল যে দূর থেকে দেখলে মনে হতো, যেন সবুজ ছাতার মতো ঢেকে রেখেছে। গাছের ডালে ডালে বাসা বেঁধে থাকত অনেক সাদা বক। বসন্তকালে যখন হালকা বাতাস বইত, তখন ডালগুলো দোল খেত আর বাসার ভেতর থেকে শোনা যেত, কিচিরমিচির শব্দ। বকের ছানারা তখন গান গাইত, খেলত আর ডানা ঝাপটাতে শিখত। একদিন এই গাছের কোটরে এসে বাসা বাঁধল এক কালো সাপ। প্রথম দিকে বকেরা বুঝতেই পারেনি কী ঘটছে। কিন্তু একদিন হঠাৎ দেখা গেল, এক বাসার ভেতর থেকে কান্নার শব্দ আসছে। মা বক দৌড়ে গিয়ে দেখে একটা ছানা নেই। ধীরে ধীরে সবাই টের পেল, এই সাপ সুযোগ পেলেই বকের ছানাদের ধরে ধরে খাচ্ছে। বকেরা ভয় পেয়ে গেল। তারা বলল, এই সাপটাকে না তাড়ালে আমাদের সব ছানা খেয়ে শেষ করবে।

বকেরা ভেবে পেল না কেমন করে সাপকে তাড়াবে। এমন সময় এক বুড়ো বক বলল, তোমরা এত দুশ্চিন্তা করো না। আমি একটা বুদ্ধি দিচ্ছি শোনো, সাপকে তাড়ানোর একমাত্র উপায় হলো বেজি। বেজিরা সাপ মারতে ওস্তাদ। সব বক অবাক হয়ে তাকাল। এক তরুণ বক জিজ্ঞেস করল, কিন্তু বেজিরা তো আমাদের গাছে আসে না। বুড়ো বক মৃদু হেসে বলল, আসবে, তোমরা কিছু ছোটমাছ ধরে আন। তারপর বেজিদের বাসা থেকে সাপের কোটর পর্যন্ত মাছগুলো ছড়িয়ে দাও। দেখবে, মাছ খেতে খেতে বেজি সাপের কোটর পর্যন্ত আসবে। তখন তারা সাপটাকে দেখে আক্রমণ করবে। বেজি সাপ মারবে আর আমাদের ছানাগুলো বেঁচে যাবে। সেদিনই বকেরা নদীতে গিয়ে অনেক ছোট ছোট মাছ ধরে আনল। তারপর খুব কষ্ট করে, একে একে মাছগুলো সাজিয়ে দিল, বেজিদের গর্ত থেকে শুরু করে গাছে সাপের কোটর পর্যন্ত। রাত নামতেই বেজিরা খাবারের গন্ধ পেয়ে বেরোল। তারা একে একে মাছ খেতে লাগল। মাছ খেতে খেতে বেজিরা সামনে এগোতে লাগল। এভাবে গাছে সাপের কোটর পর্যন্ত এসে গেল। হঠাৎ তারা দেখল, ওই কোটরে এক সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে আছে। তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল সাপের ওপর। বেজিরা সাপটাকে টুকরো টুকরো করে ফেলল। দূরে দাঁড়িয়ে বকেরা এই দৃশ্য দেখছিল। তারা খুশিতে ডানা ঝাপটাতে লাগল। ছানারা খিলখিল করে হাসতে লাগল। সবাই আনন্দে চিৎকার করে উঠল, আমরা বেঁচে গেলাম! বুড়োবকের বুদ্ধি কাজে দিলো।

পরদিন সকালে বকেরা আবার তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরল। গাছ ভরে গেল ছানাদের কিচিরমিচিরে। মা-বকেরা খুশি মনে নদীতে মাছ ধরতে গেল। সন্ধ্যায় বেজিরা ভাবল, গতকাল তো এখানে মাছ পেলাম। আজকেও হয়তো মাছ পাওয়া যাবে। তাই তারা আবার ডুমুরগাছের দিকে এলো। চারপাশে শুঁকে শুঁকে তারা খুঁজতে লাগল। কিন্তু কোনো মাছ নেই! তখনই তাদের কানে এলো ছানাদের কিচিরমিচির। তারপর বেজিরা গাছে উঠল। বাসার ভেতর থেকে ভয়ে ছানারা ডানা ঝাপটাতে লাগল। মা-বকেরা চিৎকার করল, কিন্তু বেজিরা কোনো কথা শুনল না। তারা একে একে বকের ছানাগুলো ধরে ধরে খেয়ে ফেলল। গাছটা আবার নিস্তব্ধ হয়ে গেল। বেচারা মা-বকেরা চোখে জল নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, হায়! আমরা তো এক শত্রুকে তাড়াতে গিয়ে আরেক শত্রুকে ডেকে আনলাম!

শিক্ষা : কোন কাজ করবার আগে ভাল-মন্দ দুদিক ভেবে দেখতে হয়।

তথ্যসূত্র : ইন্টারনেট

শীত ভালোবাসি

ক্ষুদীরাম দাস

কুয়াশা-ঢাকা ভোরে,
শিশির-ভেজা ঘাসে,
ঠাণ্ডা হাওয়ার আদর লাগে,
মনটা যে তাই হাসে।
হেমন্তের মাঠ পেরিয়ে,
শীত যে এলো গাঁয়ে,
কম্বল-মুড়ি সবার ঘরে,
আয়েশি সুখ পায়ে।
খেজুর-রসের হাঁড়ি,
সকালে কাঁপন ধরে,
পিঠে-পুলির গন্ধ ভাসে,
মিষ্টি নতুন ভোরে।
আগুনের পাশে বসে,
গল্প জমে কত,
আলোটা ম্লান হতেই,
মনটা থাকে নত।
শীতের সকাল জুড়ে,
রোদটা লাগে ভারি,
লেপের তলায় সময় কাটে,
আলস্যটা ছাড়ি!
সকালের এই নরম আলো,
মিষ্টি আরাম দেয়,
প্রকৃতির বুকে তখন,
শান্তি খুঁজে নেয়।
বিকেল হলেই চাদর টানি,
সন্ধ্যা নামে দ্রুত,
সন্ধ্যার পর ঝিঁঝিঁ ডাকে,
অন্ধকারে ভূত!
শীতের রাতে চাঁদটা ওঠে,
তারার মেলা সাজে,
খোলা ছাদে ঘুম নেমে আসে,
ঠাণ্ডা হাওয়ার মাঝে।
পাহাড়-দেশের পাতা ঝরে,
রুক্ষ যে হয় মাটি,
তবুও শীতের আমেজটা,
লাগে বেশ খাঁটি।
এই ঋতুটা খুব প্রিয় তাই,
মনেতে রাখি ভরে,
শীতের সঙ্গে কাটুক বেলা,
দিনের পরে ভোরে।

যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হলো প্রয়াত আর্চবিশপ মাইকেলের জন্মশতবার্ষিকী

নিজস্ব প্রতিবেদন: ১৮ জানুয়ারি ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের মাহেন্দ্রক্ষণে জন্মেছিলেন মাইকেল রোজারিও। তাঁর শততম জন্মবার্ষিকী স্মরণে ২৬/০১/২০২৬ তারিখে শুলপুর ধর্মপল্লীতে তার নিজ গ্রামে পৈত্রিক বাড়িতে তাঁর প্রতিকৃতির সামনে ফুলের তোড়া রেখে হৃদয়ের ভালোবাসাস্বরূপ হৃদয় আকৃতিতে একশ'টি মোমবাতি প্রজ্বলন করে 'HAPPY BIRTHDAY TO MOST REV. ARCHBISHOP MICHAEL ROZARIO" বলে প্রার্থনা করা হয়।

অতঃপর শুলপুর, বড়ইহাজী এবং মজিদপুর গ্রামের পক্ষ হতে তিন জন তিনটি মোমবাতি হাতে নিয়ে আগুনের পরশমণি গানটি গাইতে গাইতে গীর্জা প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেন। এরপর কমিউনিটি সেন্টারের সামনে পূর্ব নির্ধারিত স্থানে মোমবাতি রেখে মূল অনুষ্ঠানের জন্য খ্রিস্টযাগের উদ্দেশে গীর্জায় প্রবেশ করেন। পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি'ক্রুজ ওএমআই খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। শুরুতে তিনি প্রয়াত আর্চবিশপ মাইকেলের ছবিতে মোমবাতি প্রজ্বলন এবং ফুলের মালা প্রদান করেন। খ্রিস্টযাগের শুরুতে তিনি বলেন, আজকে আমরা আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও'র জন্ম শতবার্ষিকী পালন করছি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই তিনি আমাদের জন্য একজন মহান মানবকে দান করেছেন। অনেক ভালোবাসা ও যত্ন নিয়ে তিনি এই ধর্মপ্রদেশ পরিচালনা করেছেন। এজন্য আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। একই সাথে ঈশ্বরকে অনুনয় করি তিনি যেন এই ভক্ত সেবককে স্বর্গীয় সুখ ও শান্তি দান করেন। উপদেশ বাণীতে তিনি আরো বলেন, আজকের পাঠের সাথে আর্চবিশপ মাইকেলের জীবন ও কাজের অনেক মিল পাওয়া যায়। আমরা যারা খ্রিস্টকে গ্রহণ করেছি আমরা সবাই ঈশ্বরের নামে নিবেদিত ব্যক্তি, আমরা ঈশ্বরের মানুষ। খ্রিস্টযাগের শেষে ফাদার কমল কোড়াইয়া বলেন, শুলপুর ধর্মপল্লীর কৃতি সন্তান আধ্যাত্মিকতায় বরপুত্র, প্রভুর সেবক আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও'র জন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করছি একই সাথে আমরা পালন করছি শিশু মঙ্গল রবিবার। তাই আজকের দিনে সকল শিশুর সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করি। খ্রিস্টযাগ শেষে প্রয়াত আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে কেক কাটার অনুষ্ঠান পরিচালনা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আর্চবিশপ বিজয় এন.ডি'ক্রুজ ওএমআই, ফাদার কমল কোড়াইয়া, আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও'র ছোট বোন মার্থা রড্রিক্স রোজারিও এবং তার ভাতিজা প্রদীপ রোজারিও। এরপর শুরু হয় বক্তব্য প্রদান অনুষ্ঠান। শুরুতেই বক্তব্য প্রদান করেন মার্থা রোজারিও। তিনি বলেন, প্রয়াত আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও'র (আমার দাদা) চিরশান্তি কামনা করি এবং এই বিশেষক্ষণে তার জন্য প্রার্থনা করছি। এরপর আর্চবিশপ মাইকেলের পারিবারিক বিষয়ে সহভাগিতা করেন প্রদীপ রোজারিও। তিনি সহভাগিতায় বলেন, আমার ঠাকুরমার কোল জুড়ে এসেছিলেন আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও। ঈশ্বরের আশীর্বাদে তাঁর নামের আগে একটি শব্দ যুক্ত করা হয়েছিল। আর তা হলো ফাদার মাইকেল রোজারিও, এরপর ঈশ্বরের ইচ্ছায় ও আশীর্বাদে তাঁর নামের আগে যুক্ত হয় বিশপ মাইকেল রোজারিও। ঈশ্বরের অনেক ইচ্ছা ও পরিকল্পনা থাকলে এই নামগুলো যুক্ত হয়। আমরা বিশ্বাস করি তিনি একদিন সাধুশ্রেণীভুক্ত হবেন। তিনি এখন আমাদের মধ্যে নেই কিন্তু তাঁর আদর্শ ও গুণাবলীগুলো যেন আমরা আমাদের অন্তরে যত্নে লালন পালন করতে পারি। এরপর যথাক্রমে বক্তব্য প্রদান করেন পালকীয় পরিষদের সেক্রেটারি প্রদীপ রোজারিও, শুলপুর ক্রেডিটের চেয়ারম্যান মজেস রড্রিক্স ও শুলপুর ধর্মপল্লীর একজন খ্রিস্টভক্ত বিনা রোজারিও। শেষে আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি'ক্রুজ ওএমআই বক্তব্য প্রদান করেন। উল্লেখ্য স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠানের আগে আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও'র শততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ স্মারক ফলকের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। মোড়ক উন্মোচন করেন মার্থা রোজারিও।

এছাড়াও প্রয়াত আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও'র জন্মশতবার্ষিকী স্মরণে দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ এর পক্ষ থেকে যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রার্থনা ও স্মৃতিচারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত দিবসে সকালে সোসাইটির প্রধান কার্যালয়ের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত প্রার্থনা ও স্মৃতিচারণ সভায় সোসাইটির চেয়ারম্যান আগষ্টিন প্রতাপ গমেজ ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং কর্মীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। প্রার্থনার শুরুতে চেয়ারম্যান আগষ্টিন প্রতাপ গমেজ আর্চবিশপের প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য ও মোমবাতি প্রজ্বলন করেন। এরপর কর্মকর্তা ও বিভাগীয় প্রধানগণ তাঁর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। বিকালে রমনা সেন্ট মেরীস ক্যাথিড্রালে রবিবাসরীয় খ্রিস্টযাগের পর সোসাইটির পক্ষ থেকে প্রয়াত আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও'র কবরে পুষ্পস্তবক অর্পনের মধ্যদিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। এ সময়ে শুলপুর ক্রেডিট ও আঠারগ্রাম খ্রীষ্টান কল্যান সমিতি-ঢাকার পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা হয়।

জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে হাউজিং সোসাইটির চেয়ারম্যান আগষ্টিন প্রতাপ গমেজ ও সেক্রেটারি পেপিলন হেনরি পিউরীফিকেশন সোসাইটির পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতাপূর্ণ শ্রদ্ধাসহ ধন্যবাদ জানিয়েছেন। প্রয়াত আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও হাউজিং সোসাইটি গঠন পরবর্তী সময়ে যে প্রত্যক্ষ অবদান রেখেছিলেন হাউজিং সোসাইটি পরিবার তা কৃতজ্ঞতার অন্তরে গেঁথে রেখেছেন। তাঁর এ বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ-এর প্রধান কার্যালয়ের নাম 'আর্চবিশপ মাইকেল ভবন' করা হয়েছে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: অলড্রিন রোজারিও, নিউ সংবাদ

চট্টগ্রাম কাথলিক আর্চডাইয়োসিসে অনুষ্ঠিত হলো বার্ষিক পালকীয় সম্মেলন

ফ্লেভিয়ান: গত ১৫-১৭ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম কাথলিক আর্চডাইয়োসিসের উদ্যোগে তিন দিনব্যাপী বার্ষিক পালকীয় সম্মেলন-২০২৬ সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়। ব্রাদার ফ্লেভিয়ান কিন্ডারগার্টেন সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনীর মূলসুর ছিল "আমার অন্তর গেয়ে ওঠে প্রভুর জয়গান" *(লুক ১:৪৬)*। এই পালকীয় সম্মেলনটিতে চট্টগ্রাম আর্চডাইয়োসিসের ১৩টি ধর্মপল্লী থেকে মোট ১৬১ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনের মাধ্যমে ধর্মপল্লীগুলোর পালকীয় কার্যক্রম পর্যালোচনা, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং আর্চডাইয়োসিসের সামগ্রিক পালকীয় দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করা হয়। প্রারম্ভে স্বাগত নৃত্য, বাইবেল উপস্থাপন ও ক্ষুদ্র প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর চট্টগ্রাম কাথলিক আর্চডাইয়োসিসের ভিকার জেনারেল ফাদার টেরেন্স রড্রিক্স উপস্থিত সবাইকে স্বাগতম জানান, এবং চট্টগ্রাম কাথলিক আর্চডাইয়োসিসের আর্চবিশপ শ্রদ্ধেয় লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে উদ্বোধনী ঘোষণা করেন ও একই সাথে উদ্বোধনী বক্তব্য প্রদান করেন। একই দিনে গত বছর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের ধর্মপল্লী কার্যক্রমের প্রতিবেদনসমূহের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করেন চট্টগ্রাম কাথলিক আর্চডাইয়োসিসের প্রোগ্রাম সেক্রেটারি ফ্লেভিয়ান ডি' কস্তা। সারসংক্ষেপ শেষে মুক্তালোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এই সারসংক্ষেপ ও মুক্তালোচনায় ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে ধর্মপল্লীভিত্তিক অগ্রাধিকার বাস্তবায়নের সামগ্রিক চিত্র ও চ্যালেঞ্জসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়।

পরবর্তীতে ২০২৬ খ্রিস্টাব্দের জন্য চট্টগ্রাম আর্চডাইয়োসিসের পালকীয় পত্র ও মূলভাব উপস্থাপন করেন আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি। তিনি পালকীয় জীবনে কৃতজ্ঞতা, আনন্দ ও সাক্ষ্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর আলোচনা শেষে উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দ দলীয় আলোচনার মাধ্যমে ২০২৬ খ্রিস্টাব্দের জন্য অগ্রাধিকার নির্ণয় করেন এবং সেই অগ্রাধিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কার্যক্রমসমূহ নির্ধারণ করেন। এরপর চট্টগ্রাম কাথলিক আর্চডাইয়োসিসের হেড অব প্রোগ্রামস এন্ড অপারেশনস মিকি পল গণসালভেছ আর্চডাইয়োসিসান পারিবারিক জরিপ সম্পর্কে ডাইয়োসিসের পরিকল্পনা ও ধারণা প্রদান করেন। এই সময় আরো উপস্থিত ছিলেন আর্চডায়োসিসের কুরিয়া অফিসের ডিরেক্টর ফাদার সাধন আগস্টিন গ্রেগরি, পালকীয় সমন্বয়কারী সিস্টার মমতা পালমা এলএইচসি এবং চট্টগ্রাম আর্চডাইয়োসিসের বিভিন্ন ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিতবৃন্দ।

২২তম ওরাওঁ, মুন্ডা ও খাড়িয়া সম্মেলন

অর্পা কুজুর: গত ২৭-২৯ ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে ২২তম ওরাওঁ মুন্ডা ও খাড়িয়া যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনটি শ্রীমঙ্গল ধর্মপল্লীর অন্তর্গত তেলিয়াপাড়া গ্রামে আয়োজন করা হয়েছিল। সম্মেলনে চা বাগানের বিভিন্ন গ্রাম থেকে মোট ২৫০জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনের মূলসুর ছিল "যুবকরাই সমাজের আশার তীর্থযাত্রী"। ২৭ তারিখ রবিবার সন্ধ্যা ৬টায় পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে সম্মেলনটি শুভ সূচনা হয়। পাল পুরোহিত ফাদার জেমস শ্যামল গমেজ সিএসসি খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন এবং মোমবাতি প্রজ্বলনের মাধ্যমে দুইদিন ব্যাপী যুব সম্মেলনের উদ্বোধন ঘোষণা করেন। সম্মেলনে মূল বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন ফাদার যোসেফ তপ্ন। তিনি বলেন তোমরা যুবকরাই পরিবার ও সমাজের জন্য নতুন আশা। তিনি তার জীবনের বিভিন্ন ঘটনা তুলে ধরে বলেন, আমার বাবা মা আমার উপর কখনই আশা হারাননি, আমিও আশা হারাইনি। অনেক পারিবারিক সমস্যা এবং অর্থসংকট থাকা সত্ত্বেও আশা হারাইনি। আমি একজন পুরোহিত হতে চেয়েছিলাম, হয়েছি। তোমরাও কখনই আশা হারাবে না। বক্তব্য রাখেন খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের পরিচালক এবং "সাপ্তাহিক প্রতিবেশী"র সম্পাদক ফাদার বুলবুল আগস্টিন বিবেরু। তিনি বলেন, তোমরাই তো সমাজের স্বপ্ন, তোমরাই সমাজের আশা, তোমরা যুবক, তোমরাই এই সমাজকে নতুন করে গড়ে তুলবে। তোমরা তোমাদের স্বপ্নকে কখনই হারাবে না। তিনি তার ইতালিতে উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরে বলেন, আমি বিদেশে পড়াশোনার জন্য গিয়েছিলাম কিন্তু সেখানকার জীবন কখনই সহজ ছিল না। তিনি বলেন, আমি কাজ করে আমার পড়াশুনা চালিয়েছি, পরিশ্রম করেছি এবং সফলভাবে আমার উচ্চশিক্ষা শেষ করেছি। তোমরাও তোমাদের স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য, জীবনে বড় হওয়ার জন্য পরিশ্রম করবে। আশা হারাবেনা। পরিশ্রম করবে এবং সাহস নিয়ে এগিয়ে যাবে। সফল একদিন হবেই। ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কথা বলেন কারিতাস ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউটের সিনিয়র ফ্যাকাল্টি মেম্বার, অর্পা কুজুর। তিনি যুবকদের উদ্দেশ্য করে বলেন, তোমরা বড় হয়ে কি হতে চাও? তোমাদের স্বপ্ন কি? যে জীবনকে তুমি ভালোবাসো, যে জীবনে তুমি অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা চাও, জীবনে স্বাধীনতা চাও, প্রতিষ্ঠা চাও এবং সম্মান ও মর্যাদা চাও সেটিই তোমার ক্যারিয়ার। জীবনে এই ক্যারিয়ার তৈরির জন্য মন দিয়ে পড়াশোনার বিকল্প নেই। তাই মন দিয়ে পড়াশোনা করতে হবে, পরীক্ষায় ভাল ফলাফলের জন্য পরিশ্রম করতে হবে কারণ এটি ক্যারিয়ারের শুরু। চাকুরি, ব্যবসা এবং উদ্যোক্তা হওয়ার মাধ্যমে ক্যারিয়ার তৈরি করা যায় তবে ভাল জীবনের জন্য পরিশ্রমের বিকল্প নেই। বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখতে হবে এবং স্বপ্ন পূরণের জন্য পরিশ্রমী হতে হবে। আমরা যুবকরাই পারি আমাদের ওরাওঁ মুন্ডা ও খাড়িয়া সমাজে ভাল পরিবর্তন আনতে। সম্মেলনে আদিবাসী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিতর্ক প্রতিযোগীতা, কুইজ ও আদিবাসী বিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্নোত্তর পর্ব ছিল বিশেষ আকর্ষণ। সাদরি সমাজের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের সহায়তায় অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হয়। রাজু কুজুর, যোয়াকিম তির্কি, ফিলিপ কেরকেটা এবং জন তির্কি সম্মেলনের সঞ্চালনা, পরিচালনা ও সার্বিক সহযোগিতা দান করেন। ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে, সকাল ১০টায় প্রার্থনা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সম্মেলনের শুভ সমাপ্তি ঘটে।

মহাপ্রয়াণের ১৭তম বছর

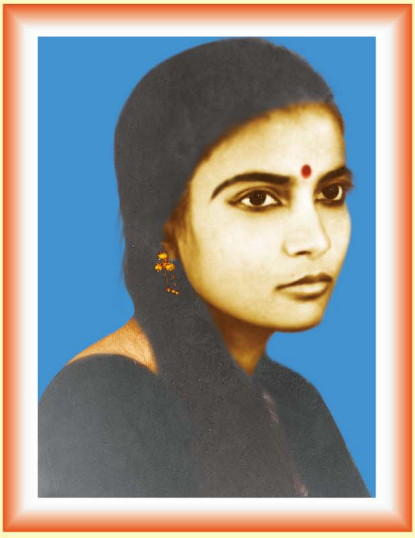

মঞ্জু রোজমেরী গমেজ

জন্ম : ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৮ জানুয়ারি, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ
উলুখোলা, মঠবাড়ী মিশন

সতেরটি বছর হলো সংসারের মোহমায়া ত্যাগ করে তুমি স্বর্গস্থ পিতার কোলে আশ্রয় নিয়েছ। এ সুন্দরতম পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী আনন্দ-বেদনা থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলে স্বর্গের দিকে, যেখানে প্রতিটি মানুষের চিরস্থায়ী আবাসস্থল, প্রার্থনাস্থল। মনে হয় এইতো তুমি আছো আমাদের সবার অন্তর জুড়ে, হৃদয়মন্দিরে। তোমাকে ভুলতে চাইলেই কি ভোলা যায়? তুমি যে রেখে গেছো সুন্দর করে সাজিয়ে ঘরের আসবাবপত্র, থরে থরে রাখা কাপড়গুলো, রান্নাঘরের বাসন-কোসন তোমারই স্নেহমাখা সুখ-স্মৃতিই স্মরণ করিয়ে দেয়।

পরম পিতার কাছে আমাদের একান্ত আবেদন-'দাও প্রভু, দাও তাকে অনন্ত শান্তি'। আমাদেরও আশীর্বাদ করো আমরা যেন সবাই এ পৃথিবীতে পবিত্র জীবনযাপন করে তোমার পথে পরম রাজ্যে মিলিত হতে পারি।

তোমারই শোকার্ত প্রিয়জন,

স্বামী : জ্যোতি গমেজ
পুত্র ও পুত্রবধূ : মানিক-সারা
নাতিন : এভারলি গমেজ
জামাই ও মেয়ে : অসীম ও মুক্তা গমেজ, বিভাস ও হীরা গমেজ
জামাই ও ভাইজি : সুবাস ও নিতা গমেজ
নাতনী (মেয়ের পক্ষে) : জেনিফার, মাথিল্ডা
নাতি ও নাতনী (ভাইজির পক্ষে) : শুভ্র, সাইনী, শুভন ও হলি রোজ গমেজ
বোন : সিস্টার মেরী আরতি এসএমআরএ

বিজ্ঞ/১৫/২০২৬

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

করে না থাকলে এখনই পরিশোধ করুন।

আকর্ষনীয় সংখ্যাগুলো পেতে নিয়মিত চাঁদা পরিশোধ জরুরী।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের বিভিন্ন সেক্টরের অনলাইন সম্পৃক্ততা

Website: www.pratibeshi.org

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী :
Website: weekly.pratibeshi.org
facebook: weeklypratibeshi
Youtube:@WeeklyPratibeshi

বাণীদিপ্তী
youtube: BanideeptiMedia

রেডিও ভেরিতাস এশিয়া বাংলা সার্ভিস
facebook.com/varitasbangla

বর্ষ ৮৬ ❖ সংখ্যা - ০৩
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 03
Regd. No. DA-33
❖ 25 - 31 January, 2026, ১১ - ১৭ মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

অনন্তধামে যাত্রার ৬ষ্ঠ বৎসর

প্রয়াত ডেনিস পালমা

পিতা: প্রয়াত গ্যাব্রিয়েল পালমা (কালা)
মাতা: প্রয়াত মেগদেলিনা পালমা
জন্ম: ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২৫ জানুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: রাঙ্গামাটিয়া পশ্চিমপাড়া
রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী, কালীগঞ্জ, গাজীপুর

তুমি ছিলে পিতা ঈশ্বরের দান। পিতা হয়ে এসেছিলে।
পিতার কাছেই চলে গেলে তাঁরই প্রয়োজনে।
স্বর্গীয় পিতাকে দেখা হয়নি কখনও,
কিন্তু তোমার সন্তানগণ আমরা তোমাতেই পেয়েছি
স্বর্গীয় পিতার ভালোবাসা!

স্বর্গীয়ধামে, স্বর্গীয় পিতার কাছে চলে যাওয়ার ও তাঁরই ডাকে সাড়া দেবার ষষ্ঠ বছর। তুমি বেঁচে আছো আমাদের সকলের অন্তরে। সকলের অস্তিত্বে। তোমার রেখে যাওয়া আদর্শ, আমাদের জীবনপথের পাথেয়।
তোমার রেখে যাওয়া আদর্শে আমরা যেন, অগ্রসর হই তোমারই স্বপ্নের পথে। আশীর্বাদ করো আমাদের প্রতি।

তোমারই ভালোবাসায় আপ্লুত ও স্নেহধন্য,

মমতা কৈলু (স্ত্রী)
মিশেল ফ্রাঙ্কলিন ডি সিলভা (মেয়ে জামাই)
বৃষ্টি ব্রিজেট কনি পালমা (কন্যা)
মিসৌরি ব্রিয়েল ডি সিলভা (নাতনী)
সনি কেনেথ পালমা (বড় ছেলে)
মেরীয়ান জয়া (বড় পুত্রবধূ)
ফিভেল কেভিন পালমা (নাতি)
বনি লিওনার্ড পালমা (ছোট ছেলে)
শবনম তেরেসা পিউরীফিকেশন (ছোট পুত্রবধূ)
লায়না মেরী পালমা (নাতনী)
অ্যাড্রিয়েল ডেনিস পালমা (নাতি)
এবং সকল গুণগ্রাহী ও আত্মীয়স্বজন।

বিজ্ঞ/১৪/২০২৬

"তুমি রবে হৃদয়ের মণিকোঠায়"

প্রয়াত জন বিপুল গুদা

জন্ম: ১২ জুলাই, ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২৬ জানুয়ারি, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: নবগ্রাম রোড, গোলপুকুর পাড়, বরিশাল সদর, বরিশাল।

প্রিয় বাবা,

দেখতে দেখতে তিনটি বছর পার হয়ে গেল, ফিরে এলো বেদনা বিধুর সেই ২৬ জানুয়ারি। যেদিন তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গেছো পরম পিতার কাছে। বাবা, মনে হয় এখনও তুমি আছো, আমাদের সঙ্গে পথ চলছ। তোমার সেই কণ্ঠ, হাসি, আদরের ডাক এখনো আমাদের চোখে ভেসে আসে। তুমি আমাদের হৃদয়ের মণিকোঠায় আছ। তুমি ছিলে সদা হাস্য, অতিথি পরায়ণ, প্রার্থনাশীল, বিনম্র ও সরলতার অধিকারী। তোমার আদর্শ ছিল প্রতিটি মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসা। দীন দরিদ্রের প্রতি গভীর আন্তরিকতাবোধ যা কেউ কোন দিন ভুলতে পারেনা। তোমার শূন্যতা প্রতিটি মুহূর্তে অনুভব করি।

আমরা বিশ্বাস করি তুমি স্বর্গীয় পিতার সান্নিধ্যেই আছো। বাবা তুমি স্বর্গ থেকে আমাদের জন্য আশীর্বাদ করো, আমরা যেন খ্রিস্টীয় ভালবাসায় মিলেমিশে জীবনযাপন করতে পারি। ঈশ্বর তোমাকে অনন্ত জীবন দান করুন।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে,

স্ত্রী : আঞ্জেলিনা কৈলু
বড় ছেলে ও ছেলের বউ : মার্সেল রতন গুদা ও পাপড়ি মন্ডল
মেয়ে ও জামাই : জ্যানেট রোজী গুদা ও বিশ্বপ্রেম পেরেরা
ছোট ছেলে ও ছেলের বউ : মার্ক রিপন গুদা ও ক্লারা অপু সরকার
নাতি-নাতনী : মৃত্তিকা, সপ্তর্ষী, রিমি ও মেলভিন গুদা।

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org